

মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোশাক

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.)

حِجَابُ الْمَرْأَةِ وَلِبَاسُهَا فِيْ الصَّلاَةِ

মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোশাক

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.)

অনুবাদ
ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ঢাকা ক্যাম্পাস

সম্পাদনা
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ)
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ঢাকা ক্যাম্পাস

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com



গ্রন্থস্বত্ব বিআইসি

প্রকাশকাল মার্চ, ২০১৫
ফাল্গুন, ১৪২১
রাবি'উল আখির, ১৪৩৬

প্রচ্ছদ : জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : চল্লিশ টাকা মাত্র

Muslim Narir Hizab o Salate Tar Poshak Written by Dr. Mahammad Abdus Samad & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 1st Edition March 2015 Price Taka 40.00 only.

প্রকাশকের কথা

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) রচিত

(حِجَابُ الْمَرْأَةِ وَلِبَاسُهَا فِيْ الصَّلاَةِ)

'মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোশাক' শীর্ষক বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বইটিতে সালাতে এবং সালাতের বাইরে নারী ও পুরুষদের পোশাক এবং পর্দা সংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরী এমন কিছু বিষয়ে আলকোরআন ও আস্ সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে চমৎকারভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মু'মিন মু'মিনার জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিষয়টির অত্যাধিক গুরুত্ব বিবেচনা করে 'বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার' এটিকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শাইখুল ইসলামের মূল আরবী বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (ঢাকা ক্যাম্পাস) এর আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বিশিষ্ট ভাষা পন্ডিত ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ। অনুবাদ কর্মটিকে রিভিউ ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে ড. মুহাম্মাদ মুতিউল ইসলাম ও ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া।

বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দ বইটি থেকে উপকৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

অনুবাদকের কথা

الحَمْدُ للهِ وَحْدَه، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَه، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ:

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) রচিত "মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোশাক" একটি অনবদ্য রচনা। পুস্তিকাটির কলেবর যথেষ্ট ছোট হলেও এখানে এমন তথ্যের সমাহার আছে যা অনেক ক্ষেত্রে ফিকহের বিশ্বকোষগুলোতেও পাওয়া যায় না। মূলতঃ তিনি এখানে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারনা করেছেন এবং সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মৌলিকভাবে যে বিষয়গুলোর অবতারনা করেছেন সেগুলোর অন্যতম হলো: 'পুরুষের সতর সালাত ও সালাতের বাইরে একই রকম নয়'। এ ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন: পুরুষ সালাতের বাইরে সতর ঢাকার জন্যে যে পোশাক পরিধান করে, সালাতের সময় এতটুকুন ঢাকাই যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে সাথে অবশ্যই তার দু'টি কাঁধও কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকতে হবে। এটা সালাতের হক এবং সালাতের মর্যাদার সাথে জড়িত। এ বিষয়টি কোনভাবেই সতরের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অথচ কোন কোন মুসলিম ব্যক্তি তার মাযহাবের নিয়মের সাথে মেলে না বলে সালাতে দু- কাঁধ ঢাকার হুকুম পালন করেন না এবং কাপড় থাকা সত্বেও দু-কাঁধ খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

একইভাবে মেয়েদের সতরের ক্ষেত্রেও সালাত ও সালাতের বাইরে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন: মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় জিলবাব (বড় চাদর) পরিধান করে হিজাবের সাথে বের হওয়া ফারয। কিন্তু তারা যখন ঘরে সালাত আদায় করেন তখন তাদের জন্যে জিলবাব পরিধান করে সালাত আদায় করা অপরিহার্য নয়। সালাত আদায়ের সময় শুধুমাত্র ওড়না এবং দু পায়ের উপরিভাগ পর্যন্ত ঢেকে যায় এমন কামিজ পরিধান করা

অপরিহার্য। এমতাবস্থায় সাজদাহ করার সময় হয়তো বা তার পায়ের তলা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তাতে সালাতের কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে সালাতের বাইরে মুসলিম মেয়েদের চেহারা এবং দুই হাত সতরের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তা ঢেকে রাখা অপরিহার্য। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে শরীরের এ দু'টি অংশ ঢেকে রাখা আবশ্যক নয় বরং খোলা রাখা বৈধ।

অপরদিকে তারা যখন নিজ বাড়িতে সালাত আদায় করেন তখনও তাদেরকে ওড়না ও কাপড় দ্বারা আবৃত হয়েই সালাত আদায় করতে হয়। অথচ তাদের নিজ বাড়িতে একাকী কিংবা মাহরামদের সাথে থাকাকালীন সময়ে মাথা ও মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখাতে কোন দোষ নেই। তাহলে বিষয়টি এই দাঁড়ালো যে, সালাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যে নির্ধারিত সতর সালাতের বাইরের সতরের সঙ্গে পুরোপুরি একই রকম নয়।

তৃতীয় বিষয় হলোঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) 'হিজাবের অপরিহার্যতা স্বাধীন মেয়েদের জন্যে প্রযোজ্য, বাঁদী ও দাসীদের জন্যে প্রযোজ্য নয়, তাই তাদের মাথা এবং চুল খোলা থাকতে পারে' কথাটিকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি বিষয়টির পুনঃপর্যালোচনা করেছেন এবং 'কল্যাণ অর্জনের চেয়ে ক্ষতি ঠেকানো অধিক প্রয়োজন' নীতিমালার ভিত্তিতে এবং ফিতনা সৃষ্টির আশংকা থাকলে স্বাধীন মেয়েদের মতোই দাসীদেরও পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে বলে শক্তিশালী মত প্রকাশ করেছেন।

তাছাড়াও পর নারীদের মুখের দিকে তাকানো, এমনকি সুন্দর সুশ্রী উঠতি বয়সী তরুন কিশোরদের দিকে তাকানোর বৈধতা অবৈধতা এবং উভয় লিঙ্গের মানুষদের সাথে পর্দা করার বিধান সহ আরো সুক্ষ সুক্ষ কিছু বিষয় নিয়ে শারী'আতের অকাট্য প্রমাণাদি ও যুক্তির মাধ্যমে গভীর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। যা প্রতিটি মুসলিমের জানা অত্যাবশ্যক। এ প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত সাবেক পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাযীর আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ.) আমাকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) এর এ

অনন্য পুস্তিকাটিকে আরবী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন। আমি আমার সাধ্য মতো সঠিক অনুবাদের মাধ্যমে লেখকের মূল বক্তব্য তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ নাসির উদ্দীন আলবানী (রহ.) মূল আরবী বইটির সম্পাদনা করেছেন। তাছাড়া উর্দু ভাষাতেও বইটির অনুবাদ হয়েছে। আমি বাংলা ভাষায় অনুবাদের সময় প্রয়োজনীয় কিছু টিকা ও দলীল প্রমাণের তাহকীক, তাখরীজ ও সংযোজন করেছি। এক্ষেত্রে এসব বিজ্ঞ 'আলিমদের মন্তব্য থেকে সাহায্য নিয়েছি। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহম করুন। মহা মূল্যবান এ পুস্তিকাটি থেকে বাংলাভাষী মুসলিম নারী-পুরুষগণ উপকৃত হবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা এ কাজটিকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়েছে মর্মে কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্টদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন !!!

ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

২৯ শাওয়াল ১৪৩৩ হি.

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী.

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في اللباس في الصلاة

সালাতের পোশাক

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেনঃ 'সালাতে পোশাক' এর অর্থ হলো সালাত আদায়ের সময় যে পোশাক পরিধান করা হয়। ফাকীহগণ তাঁদের গ্রন্থাদিতে যার শিরোনাম দিয়েছেন "সালাতে সতর ঢাকা পরিচ্ছেদ"। কেননা কতিপয় ফিকাহবিদের ধারণা যে, সালাতে যে রকম সতর[১] ঢাকা হয়, ঐ একই ভাবে সালাতের বাইরেও মানুষের সামনে যা ঢাকা হয়, তাকে সতর বলা হয়। তাদের এ ধারণার অর্থ হলো যে, সালাতে সতর ঢাকা আর অন্য সময় সতর ঢাকা একই বিষয়। দু'টির মধ্যে মূলত: কোন পার্থক্য নেই। সালাতে সতর ঢাকার বিষয়টি মহান আল্লাহর বাণী: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "তারা (মহিলাগণ) যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তা ব্যতিত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না এবং তাদের ওড়না দ্বারা তাদের বক্ষদেশকে ঢেকে রাখবে" (সূরা আন নূরঃ ৩১) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} "তাদের সৌন্দর্যকে স্বামীদের ব্যতিত প্রকাশ করবে না"। [আন নূরঃ ৩১][২] এ আয়াতের আলোকে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ

---

১. সতর বলতে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢাকাকে বুঝায়। অর্থাৎ পুরুষদের জন্যে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্যে সর্বাঙ্গ। (অনুবাদক)

২. পূরো আয়াতটি এ রকমঃ

{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

বলেছেন যে, মহিলারা সালাতে গোপন সৌন্দর্য ব্যতিত প্রকাশমান সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে পারবে। তবে অতীত যুগের বিজ্ঞ 'আলিমগণ (সালাফ) এই 'প্রকাশমান সৌন্দর্য' বলতে কি বুঝায়, সে বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। এ বিষয়ে তাদের প্রধানত: দু'টি মত পাওয়া যায়।

এক. 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) এবং তাঁর সমর্থকগণ 'প্রকাশমান সৌন্দর্য' বলতে পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক বুঝিয়েছেন।

দুই. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা) এবং তাঁর সমর্থকগণ এর দ্বারা মুখমন্ডল ও দু'হাতে যে সব সৌন্দর্য আছে তা বুঝিয়েছেন; যেমনঃ সুরমা ও আংটি। এ দু'টি প্রসিদ্ধ উক্তিকে কেন্দ্র করে ফাকীহগণ গায়র মাহরাম মহিলার দিকে তকানোর ব্যাপারেও বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

একটি মত হলো: যৌন বাসনা ছাড়া নারীর মুখমন্ডল এবং দু'হাতের দিকে তাকানো জায়িয আছে। এটি ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফি'ঈ এর মাযহাব। ইমাম আহমাদেরও অনুরূপ একটি মত আছে বলে বর্ণিত আছে।

আরেকটি মত হলো: গায়র মাহরাম নারীর দিকে তাকানো জায়িয নেই। ইমাম আহমাদের এ মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বলেনঃ নারীর পুরো শরীর এমনকি তার নখ পর্যন্ত সতর। ইমাম মালিকেরও এটাই মত।

"তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতিত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা না ফেলে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো"।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'আয়িশা (রাদিআল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করুন! আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করলে; অর্থাৎ "এবং তাঁরা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে" তাঁরা (মহিলারা) তাঁদের বস্ত্রখন্ড ছিড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে ফেলল"। (সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৪৭৫৮) তাছাড়াও সাফিয়া বিনত শাইবা (রাদিআল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রাদিআল্লাহু 'আনহা) বলতেনঃ "এ আয়াত নাযিল হলে "এবং তাঁরা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে" মহিলারা তাঁদের কোমর বন্ধনী কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরা দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে রাখে"। (সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৪৭৫৯)।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে দু –ধরনের সৌন্দর্য দিয়েছেন। একটি স্পষ্ট সৌন্দর্য, অপরটি অস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা নারীর জন্যে মাহরাম পুরুষ ও স্বামী ছাড়াও অন্য পুরুষদের সম্মুখে 'স্পষ্ট সৌন্দর্য' প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে 'গোপন সৌন্দর্য' স্বামী ও মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সম্মুখে প্রকাশ করা জায়িয নাই। হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মহিলাগণ চাদর ও ওড়না ছাড়াই বাইরে বের হতো। সে সময় তাদের জন্যে মুখমন্ডল এবং হাত খোলা রাখার অনুমতি ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে পুরুষগণ তাদের মুখমন্ডল ও হাত দেখতো। শুধু তাই নয় বরং পুরুষদের মেয়েদের দিকে তাকানো জায়িয ছিল এবং পুরুষরা তাদেরকে দেখতেও পারতো। কেননা মহিলার জন্যে তা প্রকাশ করা জায়িয ছিল[৩]।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হিজাবের আয়াত নাযিল করেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

"হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের ওপর তাদের বড় চাদর টেনে নেয়"। [আল আহযাবঃ ৫৯] তখন মেয়েরা পুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে যান। এ ঘটনাটির সময় ছিল যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিনত জাহাশকে[৪] বিয়ে করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৩. 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) বলেনঃ এ কথাটি পরের কথার সাথে যুক্ত যে, এ আয়াত মুখ ঢাকা ও হাত ঢাকার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে 'আল্লামাহ মওদূদী বিভ্রান্তিতে পড়েছেন; কেননা তিনি তার 'আল হিজাব' নামক পুস্তকের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় আহযাবের আয়াত উপস্থাপন করার পর বলেছেন যে, আয়াতটি বিশেষভাবে মুখমন্ডল ঢাকার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি তার দাবীর সমর্থনে যত দলীল পেশ করা সম্ভব সেগুলো সনদের দিক থেকে দূর্বল হলেও সবগুলো দলীল আমার লেখা 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ' অর্থাৎঃ মুসলিম নারীর পর্দা নামক পুস্তকে পেশ করেছি। সেখানে এ সব হাদীসের সনদ যে অত্যন্ত দূর্বল তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। আগ্রহী গবেষক সে বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

৪ 'আল্লামাহ আলবানী এখানে বলেনঃ "এ কথাটি পূর্বের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা যে আয়াতটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিনত জাহাশকে বিয়ে করার সময় নাযিল হয়েছে সেটি পূর্বের আয়াত নয় বরং সেটি হলো মহান আল্লাহর বাণীঃ

পর্দার কাপড় আরো ঝুলিয়ে দেন এবং আনাসকে (রা) উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের দিকে তাকাতে নিষেধ করেন।

তাছাড়াও খাইবারের যুদ্ধের পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যাহ বিনত হুইয়াইকে নিজের জন্যে নিয়ে নিলেন তখন সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তাঁকে পর্দা করান তাহলে তিনি উম্মুহাতুল মু'মিনীন (রাদিআল্লাহু 'আনহুন্না) এর অন্তর্ভূক্ত। অন্যথায় তিনি দাসীদের অন্তর্ভূক্ত। বাস্তবে দেখা গেল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হিজাব করান।

এ কারণে আল্লাহ যখন নির্দেশ দিলেন যে, নাবী পত্নীগণের নিকট কোন কিছু চাইতে হলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইতে হবে এবং তার পত্নীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনদের স্ত্রীগণকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন নিজেদেরকে জিলবাব দিয়ে ঢেকে নেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের নিকট জিলবাব হলো চাদর। আর সাধারনভাবে জিলবাব বলতে বড় দুই টুকরা কাপড় বুঝায়, যা দ্বারা মাথা সহ সমস্ত শরীর ঢাকা যায়। আবু 'উবাইদার নিকট জিলবাব হলো মেয়েলোক নিজের চাদরকে মাথা থেকে এমনভাবে ঝুলিয়ে

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ... }

"হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা আহারের প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে খাবারের জন্যে নাবীর গৃহে প্রবেশ করো না, তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাবারের শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথা-বার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ো না, কারণ তোমাদের এ আচরণ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল হতে চাইবে..."। (আল আহযাবঃ ৫৩) এটি ঐ আয়াত যা যাইনাব বিনতু জাহাশ (রা) এর সাথে বিয়ের সময় নাযিল হয়েছে। দেখুনঃ সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সাহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, তাফসীর ইবনু কাসীর ৩/৫০৩, তাফসীর আদ্দুররুল মানছুর ৫/৩১৩ ইত্যাদি। হতে পারে এ আয়াতটি লেখক কিংবা কপিকারী ব্যক্তির ভূলের কারণে বাদ পড়ে গেছে। দ্বিতীয় কারণটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

দেবে যে শুধু চোখ প্রকাশ পাবে। নিকাবও এই জাতীয় বস্তু। তাই মুসলিম রমনীগণ নিকাবও ব্যবহার করতো। সাহীহুল বুখারীতে আছে যে, أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّـــازَيْنِ. "মুহরিম মহিলা নেকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না"[৫]।

তাছাড়াও মহিলাদেরকে যখন বড় চাদর পরিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন এ জন্যেই তা দেয়া হয়েছে যাতে করে তাদেরকে চেনা না যায়[৬]। তাই মুখমন্ডল ঢাকা অথবা নেকাব পরিধান করার মাধ্যমে চেনা না যাওয়াটা নিশ্চিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সে যুগেও মুখ মন্ডল এবং দু- হাত ঐ সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল যা অন্য পুরুষদের সম্মুখে প্রকাশ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আলোচনার পর গায়র মাহরাম পুরুষের জন্যে নারীদের শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাক ছাড়া আর কোন কিছুর দিকে নযর দেয়ার সুযোগ থাকলো না। বস্তুতঃ পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) 'প্রকাশমান সৌন্দর্য' বলতে বাহ্যিক পোশাক উল্লেখ করেছেন আর ইবনু 'আব্বাস (রা) এর দ্বারা মুখমন্ডল এবং দু- হাতের সৌন্দর্য উল্লেখ করেছেন[৭]।

---

৫. সাহীহুল বুখারী, (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯/১৯৯৯ ঈ), পৃ. ২৯৬, কিতাবু জাযায়িস সাইদি, বাবু মা ইউনহা মিনাত তীবি লিল মুহরিম ওয়াল মুহরিমাহ। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত, হাদীস নং ১৪৩৮। শব্দের কিছু পার্থক্য আছে।

৬. এখানে যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা হলোঃ {ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْــرَفْنَ}। এখানে لا অক্ষরটির ব্যবহার মূল আয়াতের খেলাপ এবং এখানে এ অক্ষরটি ব্যবহার করার কোন যুক্তিও নাই। কারণ এটা ছাড়াই অর্থ ঠিক আছে। এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীর বলেনঃ অর্থাৎ তারা যদি জিলবাব পরিধান করে তাহলে তাদেরকে স্বাধীন মেয়ে হিসেবে চেনা যাবে। তারা দাসী বা দেহ ব্যবসায়ী নয়। তাফসীরে ইবনু জারীরেও এ ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে। তাই 'মুখ ঢাকা' এবং তৎপরবর্তী কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে পূর্বোক্ত সাহীহ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নেকাব সে সময় প্রচলিত ছিল, ওয়াজিব ছিল না এবং এ আয়াতের উদ্দেশ্যও তা নয়।

৭. সম্মানিত লেখক (আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন) এ রকমই বলেছেন। তার কথার অর্থ হলো যে, ইবনু মাস'উদ (রা) বিষয়টির সর্বশেষ অবস্থার ওপর ভিত্তি করে 'আয্যীনাহ' বলতে 'স্পষ্ট সৌন্দর্য' অর্থাৎ বাহ্যিক পোষাক উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ইবনু 'আব্বাস (রা) পূর্বের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে 'আযযীনাহ' এর ব্যাখ্যায় মুখমন্ডল এবং দুহাত উল্লেখ করেছেন। এ পুস্তিকার সম্পাদক মন্তব্য করে বলেনঃ নি:সন্দেহে এ ধরনের ব্যাখা করার কোন অবকাশ নেই;

উপরোক্ত আল্লাহর তা'আলার বাণীঃ {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} "একজন মুসলিম নারী অন্য মুসলিম নারীদের অথবা তাদের অধীনস্থ দাস–দাসীদের সম্মুখে সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে পারে" (আন নূরঃ ৩১) প্রমাণ করে যে, একজন মুসলিম নারী তার গোপন সৌন্দর্যকে তার দাসের সম্মুখেও প্রকাশ করতে পারবে। এ মাসআলাতেও বিজ্ঞ 'আলিমগণের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে:

এক. কতিপয় 'আলিমের মত হলো এ আয়াত দ্বারা সাধারণ দাসী কিংবা আহলু কিতাব দাসীগণকে বুঝানো হয়েছে। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) এই মত পোষণ করেছেন এবং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) সহ আরো কতিপয় 'আলিম এ মতটিকে আগ্রাধিকার দিয়েছেন।

দুই. অপর কিছু 'আলিমদের মতে এ আয়াতটি দ্বারা দাসদেরকে বুঝানো হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) সহ অন্য আরো সাহাবীগণের এটাই মত। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) এবং অন্যান্য কতিপয় 'আলিমও এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও এ রকম একটি মতের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের এ তাফসীর অনুযায়ী ক্রীতদাসের জন্য তার মনিব মহিলাকে দেখা জায়িয আছে। এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীসও আছে[৮]। [এ হাদীসগুলো থেকে কোন মহিলার দাস তার মহিলা মনিবকে

কারণ বিশিষ্ট এ দুজন সাহাবী {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} এ আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন শারী'আতের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথাই সন্দেহাতীতভাবে বলেছেন। খুব জোর বলা যায় যে, তারা মূল বিষয়ের ওপরই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এ বিষয়টির দুটি পর্যায় ছিল একজন প্রথমটি উল্লেখ করেছেন আরেকজন শেষটি, এটা যুক্তি সঙ্গত নয়।

৮. যেমনঃ আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি। "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমার (রা) এর নিকট একজন দাস নিয়ে হাযির হন। তিনি ফাতিমার সেবার জন্যে তাকে দান করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ সে সময় ফাতিমার শরীরে একটি চাদর ছিল। চাদর দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে পড়তো আবার পা ঢাকলে মাথা খালি থাকতো। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের এ দুরাবস্থ্যা দেখে বললেনঃ কোন অসুবিধা নাই। এখানে তোমার পিতা এবং তোমার দাস রয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ, পোষাক অধ্যায়, দাস তার মনিবের চুল দেখতে পারে পরিচ্ছেদ)। [অনুবাদক]

দেখা জায়িয তা প্রমাণ করে]। বলা বাহুল্য যে, বিশেষজ্ঞগণ দেখার অনুমতিটি শুধুমাত্র 'প্রয়োজন' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কেননা বাস্তবে সাক্ষী, কর্মী এবং সম্বোধনকারী ব্যক্তিকে দেখা যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি মনিবের তার দাসের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং ঐ সব ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা যদি জায়িয হয় তাহলে নিজের দাসের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি আরো উত্তমভাবেই জায়িয হবে। তবে এ হাদীস দ্বারা যৌন অনুভূতিহীন ব্যক্তিবর্গ এবং দাসরা মনিব মহিলার মাহরাম হতে পারবে, যাকে নিয়ে সে মহিলা শরী'আত সম্মত ভাবে সফরও করতে পারবে, এটা প্রমাণিত হয় না। এ শ্রেণীর পুরুষগণ মহিলাকে প্রয়োজনে দেখতে পারবে বটে তবে তারা কোন অবস্থাতেই মাহরামের পর্যায়ে পড়বে না, যাদেরকে নিয়ে সফর করা জায়িয হবে। কারো জন্যে দেখা করা বৈধ হলেই তার সঙ্গে সফর করা এবং নির্জন-নিভৃতে একসঙ্গে মিলিত হওয়া বৈধ হবে এমনটি ভাবার কোন কারণ নাই। এতটুকুন ছাড় রয়েছে যে, দাস তার মনিব মহিলাকে দেখতে পারে। তাই বলে তার সাথে একান্তে নির্জনে এক সঙ্গে থাকা এবং তাকে নিয়ে সফর করা কোন মতেই বৈধ নয়। কেননা এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনার আওতায় পড়ে না। নারীগণ যাদের সাথে সফরে বের হতে পারে তার নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেছেনঃ "لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَو ذِي مَحْرَمٍ." কোন মহিলা তার স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করবে না[৯]। বস্তুত: দাস যে মাহরামের অন্তর্ভূক্ত হবে না তার আরেকটি কারণ হলো যে, এ দাসকে মুক্ত করার পর সে তার মনিব মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে। যেমন কোন বোনের স্বামীর জন্যে বোনকে তালাক দেবার পর শালিকাকে বিয়ে করা বৈধ। মাহরাম বলতে তো এমন পুরুষদেরকে বুঝায়, যাদেরকে সর্ব সময়ের

---

৯. সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য থেকে বর্ণিত।

জন্যেই বিয়ে করা হারাম। এ জন্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার বলেন: "কোন মহিলার তার দাসের সাথে সফরে বের হওয়া বিপদজনক"[১০]।

আয়াতে কারীমায় মাহরাম ও গায়রে মাহরাম উভয় প্রকারের পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে। কিন্তু হাদীসে সফরের অনুমতি কেবলমাত্র মাহরাম পুরুষ এবং স্বামীর সাথে হওয়াকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী অর্থাৎ {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} "অথবা মেয়েলোক নিজেদের মেয়েলোক এবং দাসদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে"। এ আয়াতের সাথে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} "আর যৌন ক্ষমতাহীন" [আন নূরঃ ৩১] পুরুষদের সম্মুখেও মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণীগুলোর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শিথিলতা বুঝা গেলেও তাই বলে কোন মেয়েলোক তার দাস এবং যৌন ক্ষমতাহীন পুরুষের সাথে একত্রে সফরে যেতে পারবে না। শারী'আতে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না।

মহান আল্লাহর বাণী: نِسَائِهِنَّ "নিজেদের মেয়েলোক" এর তাফসীর প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, এই হুকুম থেকে কাফির ও মুশরিক নারীগণকে পৃথক করা হয়েছে। অর্থাৎঃ মুসলিম নারী কোন মুশরিক নারীর সম্মুখে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে আসবে না এবং তার সঙ্গে টয়লেটে যাবে না[১১]।

---

১০. 'আল্লামাহ আলবানী (রহ) বলেনঃ 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমার (রা) কর্তৃক মারফু' সনদে বর্নিত হাদীস সম্পর্কে আমি আমার سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة গ্রন্থের ৩৭০১ নং বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাছাড়াও 'আল্লামাহ হাইসামী বলেনঃ ইমাম আল বাযার এবং ইমাম আততাবারানী المعجم الأوسط গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে বুযা'ই বিন আব্দুর রহমান রাবীকে ইমাম আবু হাতিম দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। দেখুনঃ মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ৩/২১৭, সাফারুন নিসা পরিচ্ছেদ। [অনুবাদক]

১১. 'আল্লামাহ আলবানী বলেন: এর তাফসীর প্রসঙ্গে সালফে সালিহীনদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে তাফসীর করা হয়েছে তা সঠিক। অর্থাৎ এর দ্বারা শুধু মুসলিম নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে কাফির বা মুশরিক নারীদেরকে বুঝানো হয়নি। (দেখুনঃ আদ্দুররুল মানসূর, তাফসীরু ইবনু জারীর, যাদুল মাসীর ৬/৩২, আল মাকতাবুল ইসলামী, তাফসীরু ইবনু কাসীর)। বর্তমান সময়ের কতিপয় চিন্ত াবিদগণের তাফসীর হলো, এর দ্বারা সতী- সাধবী ও চরিত্রবান নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে,

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে, কখনো কখনো ইয়াহুদী মহিলারা 'আয়িশা (রা) সহ অন্যান্য মুসলিম নারীদের নিকট প্রবেশ করতো এবং তাদের মুখাবয়ব ও হাত দেখতো। ইয়াহুদী পুরুষদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতো না। এ ঘটনা থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, যিম্মী মেয়েদের সামনে প্রকাশমান সৌন্দর্য প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে তারা গোপন সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে না। তাই পেট ও পিঠ তাদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ হবে না।

এ কারণেই মেয়েলোক নিজের নিকট আত্মীয়ের সম্মুখে গোপন সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে পারে। বিশেষ করে স্বামীর সম্মুখে তো এমন গোপন সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করতে পারে যা মাহরাম এবং নিকট আত্মীয়দের সম্মুখে প্রকাশ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ তা'আলার আ্যরো উক্তিঃ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "তারা যেন নিজেদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে"– এ বিষয়ের দলীল যে, মেয়েরা তাদের ঘাড় ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখবে। কেননা ঘাড় প্রকাশমান সৌন্দর্যের পরিবর্তে গোপন সৌন্দর্যের মধ্যে পরিগণিত। গলার হার ও অন্যান্য গহনা ও সাজ সজ্জার বস্তুগুলোর একই হুকুম। অর্থাৎ এগুলো প্রকাশ করা বৈধ নয়।

মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম তাতে কিছু আসে যায় না। এটা আধুনিক তাফসীর, যা সালাফের তাফসীরের বিপরীত। তাছাড়াও আরবী ভাষার বাচন ভঙ্গি ও পদ্ধতিরও বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা "মেয়েলোকদেরকে" মুসলিমদের দিকে সম্বোধিত করেছেন।

পূর্বের আলোচ্য বিষয় ছিল পুরুষদের থেকে মেয়েদের পর্দা, পুরুষদের থেকে পুরুষদের পর্দা এবং মেয়েদের থেকে মেয়েদের পর্দার বর্ণনা। অর্থাৎ উল্লিখিত পর্দার বর্ণনা ছিল লজ্জ্যাস্থান বিষয়ক। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

"لاَ يَنْظُرُ الرَّجلُ إِلى عَوْرَةِ الرَّجلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ"

"কোন পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জ্যাস্থানের দিকে তাকাবে না। অনুরূপভাবে কোন নারী অন্য নারীর লজ্জ্যাস্থানের দিকে তাকাবে না"[১২]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেনঃ

"اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ عَنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ؟. قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا". قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيَا مِنْهُ".

"তুমি তোমার স্ত্রী ও কৃতদাসী ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে তোমার লজ্জাস্থানের হিফাযাত কর। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন:) আমি বললামঃ যদি লোকেরা গাদাগাদি অবস্থায় থাকে তা হলে? তিনি বলেনঃ সাধ্যমতো চেষ্টা করবে কেউ যেন তোমার লজ্জ্যাস্থান দেখতে না পারে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন ব্যক্তি যদি একাকি নির্জনে থাকে, তখন? তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে অধিক হকদার যে, তাঁকে শরম করা হবে"[১৩]। একইভাবে আরেকটি হাদীসে আছেঃ

১২. দেখুনঃ সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়িয, বাবু তাহরীমিন নাযর ইলাল 'আওরাত, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল হাম্মাম, বাবু মা জাআ ফিত তা'আররী, সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু কিরাহিয়াতি মুবাশিরাতির রিজাল আর রিজাল ওয়াল মারআতি ও মুসনাদি আহমাদ। তাছাড়াও হাদীসটি 'ইরওয়াউল গালীলেও তাখরীজ করা হয়েছে, নং ১৮০৮। আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।

১৩. দেখুনঃ সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল হাম্মাম, বাবু মা জাআ ফিত তা'আররী, সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু মা জাআ ফি হিফযিল 'আওরাহ, মুসনাদি আহমাদ। হাদীসটি বাহয বিন

"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُفْضِيَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَــوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে একই কাপড়ের (চাদর, কাঁথা বা লেপ) নিচে থাকতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে একজন মহিলা অন্য মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন'[১৪]। তাছাড়াও তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

"مُرُوْهُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"

"তোমরা তাদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সের সময় সালাতের কারণে তাদেরকে শাস্তি দাও। আর তাদের একজন থেকে আরেক জনের বিছানা পৃথক করে দাও"[১৫]।

এ নিষেধাজ্ঞা সম জাতীয়দের লজ্জাস্থান দেখা ও স্পর্শ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। কেননা এর মধ্যে অত্যন্ত কদর্যতা ও অশ্লীলতা রয়েছে। অপরদিকে পুরুষদের জন্যে নারীদের লজ্জ্যাস্থান দর্শন এবং নারীদের জন্যে পুরুষদের লজ্জ্যাস্থান দর্শন এর সঙ্গে যৌন সুড়সুড়ি ও কামনার বিষয় জড়িত রয়েছে বলে তা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এতক্ষণ সতর ঢাকা সম্পর্কে এ দু-প্রকারের বর্ণনা দেয়া হলো। আর সতর ঢাকা সংক্রান্ত তৃতীয় আরেকটি প্রকার রয়েছে, যা সালাত আদায় অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। কেননা কোন নারী যদি একাকিও সালাত আদায় করে তবুও তাকে চাদর দিয়ে মাথা

হাকীম, তিনি তার পিতা, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি একটি উত্তম হাদীস। ইমাম বুখারীও তার সাহীহুল বুখারীতে এ হাদীসটিকে সংক্ষেপে ও তা'লীকান উল্লেখ করেছেন। দেখুনঃ সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল গোসল, বাবু মানিগতাসালা উরইয়ানান ওয়াহদাহু ফি খিলওয়াহ।

১৪. সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিম।

১৫. হাদীস সাহীহ, সাহীহ সুনানি আবী দাউদ, ৫০৮, ৫০৯, কিতাবুস সালাত, মাতা ইউমারুল গুলাম বিস সালাত।

ঢাকতে হয়[১৬]। অথচ সালাতের বাইরে নিজ ঘরে অবস্থান কালে তিনি মাথা খোলা রাখতে পারেন। সুতরাং সালাত আদায়ের সময় নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা আল্লাহর হক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন মুসলিমের জন্য উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা বৈধ নয়[১৭]। এমন কি রাতের আঁধারে একাকীও উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা জায়িয নেই। অনুরূপভাবে একাকীও উলঙ্গ হয়ে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। ফলে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, সালাতে সৌন্দর্য গ্রহণ করা বা নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করার অর্থ মানুষ থেকে নিজেকে হিজাব বা অন্তরাল করা নয়। সালাতের পোশাক এবং মানুষের সামনে হিজাব করা এ দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। বস্তুত: সালাতের সময় মুসল্লীর শরীরের এমন কিছু অংশ ঢাকা আবশ্যক হয় সালাতের বাইরে যা প্রকাশ করা বৈধ। অনুরূপভাবে নারীদের সালাত অবস্থায় শরীরের এমন কিছু অংশ প্রকাশ করা যায় যা পুরুষদের সামনে ঢেকে রাখতে হয়।

প্রথমটির [অর্থাৎ সালাতে যে অংশ ঢেকে রাখা অপরিহার্য, তবে সালাতের বাইরে তা ঢাকা জরুরী নয়] উদাহরণ হলো দুই কাঁধ। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে দু- কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন[১৮]। কাঁধ ঢাকার এ বিষয়টি সালাতের সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে সালাতের বাইরে পুরুষদের দু-কাঁধ খোলা রাখা জায়িয আছে।

---

১৬ 'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত আছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: لا يقْبَل الله صَلاَةَ حَائضٍ إلاّ بخِمَار". আল্লাহ কোন বয়োঃপ্রাপ্ত নারীর সালাত ওড়না পরিহিত ছাড়া কবুল করেন না"। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন: স্পষ্টত হাদীসটি স্বাধীন নারী ও দাসী নির্বিশেষে সকলের জন্যে প্রযোজ্য। মহামান্য লেখক ইবনু তাইমিয়া এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও দাসীর মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তার পক্ষে কোন দলীল আমার নযরে পড়েনি। বরং এর বিপরীত হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাসীকে বলেছেনঃ "اختمري। অর্থাৎ "ওড়না পরিধান কর"। আলবানী এ হাদীসটিকে তার লিখিত 'হিজাবুল মারআহ' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। (আবু দাউদ, ৬৪১, কিতাবুস সালাহ, আততিরমিযী, ৩৭৭, কিতাবুস সালাহ)

১৭. এ সম্পর্কিত হাদীস পরবর্তীতে আসছে।

১৮. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাহ ও সাহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাহ।

একইভাবে স্বাধীন নারী[১৯] সালাতে ওড়না ব্যবহার করবে। যেমনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

"لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَـــلاَةَ حَـــائِضٍ إِلاَّ بِخِمَـــارٍ" "ওড়না পরিধান ব্যতিত কোন সাবালিকা নারীর সালাত আল্লাহ কবুল করেন না"[২০]। অথচ তার জন্যে তার স্বামী এবং তার মাহরাম পুরুষদের সামনে ওড়না ব্যবহার করা জরুরী নয়। এমনকি তার গোপন সৌন্দর্যকেও মাহরাম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা জায়িয আছে। কিন্তু সালাত অবস্থায় এসব মাহরাম পুরুষের সামনে হোক কিংবা অন্য পুরুষের সামনে, কোনক্রমেই তার মাথা খোলা রাখা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে মুখ মন্ডল, দু- হাত এবং দু- পা সাহীহ বর্ণনা মতে মাহরাম ছাড়া ভিন্ পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য নাস্খ বা রহিত হওয়ার পূর্বে তা প্রকাশের অনুমতি ছিল। কিন্তু এরপর শুধুমাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া শরীরের অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করার অনুমতি নেই।

তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞ 'আলিমগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সালাতের মধ্যে চেহারা, হাত ও পা ঢেকে রাখা জরুরী নয়। বরং সকলের মতে সালাত অবস্থায় মেয়েদের জন্যে চেহারা খোলা রাখা জায়িয আছে। যদিও চেহারা গোপন সৌন্দর্যের বিষয়। অন্যদিকে জমহুর তথা অধিকাংশ 'আলিমগণ, যেমনঃ আবু হানীফা, শাফি'ঈ (রহ.) সহ আরো অন্যান্যদের মতে মেয়েদের জন্যে সালাতে দু- হাত বের করে রাখাও জায়িয। ইমাম আহমাদেরও দুটি মতের একটি মত এ রকম আছে। একইভাবে সালাতে পা খোলা রাখাও বৈধ। এটি ইমাম আবু হানীফাহ (রহ.) এর অভিমত। এ মতটি অধিক শক্তিশালী। কেননা 'আয়িশা (রা.) পদ যুগলকে প্রকাশমান সৌন্দর্যের মধ্যে

---

১৯. বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী বলেনঃ ওড়না ব্যবহারের বিষয়টিকে স্বাধীন নারীর জন্যে নির্দিষ্ট করার পক্ষে কোন দলীল নাই। বরং পরবর্তী হাদীসটির সাধারণ ভাষ্য এ মতের বিপক্ষে স্পষ্ট দলীল। সেখানে সাধারণভাবে সকল বয়োঃপ্রাপ্ত নারীর কথা বলা হয়েছে। (এ বিষয়ে ১৬ নং টিকায় বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। [অনুবাদক]

২০. হাদীসটি সাহীহ। আবু দাউদ সহ অন্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী (রহ.) এর লিখিত 'ইরওয়াউল গালীল' নামক গ্রন্থের ১৯৬ নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ আছে।

পরিগণিত করেছেন। তিনি {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} "আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, তবে যা প্রকাশমান তা ব্যতিত"[২১] এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন: এ প্রকাশমান বলতে "الفتخ।" বুঝানো হয়েছে। الفتخ। বলা হয় রূপার তৈরী বালা, যা সাধারণত মেয়েরা দু- পায়ের আঙ্গুলগুলোতে পরিধান করে। ইমাম ইবনু আবী হাতিম তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরু ইবনি আবী হাতিমে' উম্মুল মু'মিনীনের এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম প্রথম মেয়েরা তাদের হাত ও মুখ মন্ডলের মতো পাগুলোকেও খোলা রাখতো। অবশ্য ঘরের বাহিরে বের হওয়ার সময় চাদর দিয়ে ঢেকেই বের হতো। এতদসত্বেও জুতা ও মোজা পরিধান না করার কারণে পথ চলার সময় কখনো কখনো পা বের হয়ে পড়তো।

তাছাড়াও সালাত আদায়ের সময় এ অঙ্গগুলো ঢাকা বড়ই কঠিন বিষয়। উম্মু সালামাহ (রা.) বলেন:

"تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ ثَوْبٍ سَابِغٍ يُغَطِّيْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا "

"মেয়েরা এমন প্রসস্থ কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে, যার দ্বারা তাদের পায়ের উপরের অংশ ঢেকে যাবে"[২২]। তারপরেও মেয়েরা যখন সাজদাহ করবে তখন তাদের পায়ের নিচের অংশ প্রকাশিত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

মোট কথা নাস্ ও ইজমা' দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, মেয়েদের জন্যে নিজ গৃহে থাকা অবস্থায় সালাত আদায়ের সময় জিলবাব (এমন বিশাল চাদর যা দ্বারা তার সমস্ত শরীর ঢেকে যায়) পরিধান করা আবশ্যক নয়। তবে বাড়ির বাইরে যাবার সময় অবশ্যই তাকে জিলবাব পরিধান করতে হবে। তাই মেয়েরা ঘরে সালাত আদায়ের সময় যদি চেহারা, হাত এবং পা

---

২১. সূরা আন নূরঃ ৩১।

২২. আলবানী রহ. বলেনঃ হাদীসটি মারফু' সূত্রে বর্ণিত হলেও এটি সাহীহ হাদীস নয়। মারফু' সূত্রেও নয় এমনকি মাওকুফও নয়। এ হাদীস বিষয়ে তিনি তার লিখিত 'যয়ীফু আবী দাউদ' গ্রন্থের ৯৭, ৯৮ নং হাদীসে বিশদ বর্ণনা করেছেন।

খোলা রাখে তা জায়িয আছে। যেমন হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মুসলিম রমনীগণ এ অবস্থাতেই ঘরের বাইরে বের হতেন। সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, সালাতের সতর বলতে তা নয়, যা মানুষের দৃষ্টি থেকে মেয়েদের বাঁচার জন্যে সতর বলে বিবেচিত। পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টির জন্যে যা সতর বলে পরিগণিত নয়, সালাতের জন্যে তা আবার সতর হিসাবে বিবেচিত। এমনকি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) নিজেই যখন 'প্রকাশ্য সৌন্দর্য' বলতে পরিধেয় কাপড় বলেছেন, তিনিও এ কথা বলেননি যে, নারীর পুরো দেহই পর্দার বস্তু। এমনকি তার নখও পর্দার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে মেয়েদের নখও সতরের অন্তর্ভূক্ত। তাই মেয়েরা সালাতের মধ্যে নিজেদের নখও ঢেকে রাখবে। কেননা ফাকীহগণ এ বিষয়টিকে 'সতর ঢাকার অনুচ্ছেদ' নাম করণ করেছেন। অর্থাৎ শরীরের যে অংশগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে তার বর্ণনা। বস্তুত: এ ধরণের কোন উক্তি (যেমন: সালাতে মেয়েদের নখও ঢেকে রাখা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই এবং কোরআন ও সুন্নাহতেও এমন শব্দের উল্লেখ নেই যে, মুসল্লী সালাতের মধ্যে শরীরের যা ঢাকবে তাই সতর হিসেবে বিবেচিত হবে। বরং এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ ঘোষণা হলো:

{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}

"তোমরা মাসজিদে হাজির হওয়ার সময় নিজেদের সৌন্দর্য (পোশাক) গ্রহণ করো"[২৩]। এ আয়াত থেকে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়ের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। বিনা প্রয়োজনে বিবস্ত্র হয়ে সালাত আদায় বৈধ নয়। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন[২৪]। সুতরাং উলঙ্গ হয়ে সালাত আদায় করা নিষেধ হওয়া আরো অধিক যুক্তিযুক্ত।

---

২৩. সূরা আল আরাফ ঃ ৩১

২৪. সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন এক কাপড়ে সালাত আদায়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ" "তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে?"[২৫]। তাছাড়াও তিনি এক কাপড়ে সালাত আদায় বিষয়ে বলেছেন:

"إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ"

"যদি কাপড় প্রসস্থ হয় তাহলে সমস্ত শরীরে জড়িয়ে নাও, আর যদি সংকীর্ণ কাপড় হয় তাহলে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার কর"[২৬]। একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু-কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন[২৭]। অর্থাৎ এক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়ে বাধ্য হলে ঐ কাপড়ের কিছু অংশ দিয়ে হলেও দু-কাঁধ ঢেকে নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরনের উক্তিগুলোতে সালাত অবস্থায় শরীরের কতিপয় অংশও; যথা দু-কাঁধ, উরু ইত্যাদি অঙ্গকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদিও সালাতের বাইরে পুরুষদের ক্ষেত্রে এসব অঙ্গ উন্মুক্ত রাখা এবং এসবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আমাদের (ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.) মতে জায়িয আছে।

আমরা যদি ইমাম আহমাদের কথিত একটি মত অনুযায়ী বলি যে, পর্দার অংশ বলতে শুধু পেশাব ও পায়খানার রাস্তা বুঝানো হয়েছে। উরু সতর বা পর্দার অংশ নয়। তাই কোন পুরুষ অপর পুরুষের উরুর প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে। এতদ সত্ত্বেও অর্থাৎ পুরুষের উরু সতরের অংশ হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় সালাতের সময় উরু খোলা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে

---

২৫. সাহীহুল বুখারী, ৩৫৮, কিতাবুস সালাহ, সাহীহ মুসলিম, ৫১৫, কিতাবুস সালাহ। হাদীসটি আবু হুরইয়রাহ রা. থেকে বর্ণিত।

২৬. সাহীহুল বুখারী ৩৬১, কিতাবুস সালাহ, সাহীহ মুসলিম ৭৬৬, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়িক অধ্যায়ের একটি দীর্ঘ হাদীসের মধে বর্ণিত হয়েছে যা জাবির রা. থেকে বর্ণিত।

২৭. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, সাহীহুল বুখারী ৩৫৯, কিতাবুস সালাহ, সাহীহ মুসলিম ৫১৬, কিতাবুস সালাহ।





সাহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো যে, একজন ব্যক্তি তার কাপড় সুন্দর হতে এবং তার জুতা সুন্দর হতে পছন্দ করে। তার উত্তরে তিনি বলেন: "إِنَّ اللهَ جَمِيْـــلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন"[৩১]।

তাছাড়াও যেমন মুসল্লীর প্রতি পবিত্রতা অর্জন করা এবং আতর সুগন্ধি লাগানোর নির্দেশ রয়েছে একইভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে,

"أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِيْ الْبُيُوتِ وَتُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ"

"গৃহগুলোতে মাসজিদ বানাতে হবে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং আতর সুগন্ধির ব্যবস্থা করতে হবে"[৩২]। এসব দলীলাদির ভিত্তিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার হয় যে, একজন পুরুষ আরেক জন পুরুষের ক্ষেত্রে এবং একজন নারী আরেক জন নারী থেকে যতটুকু পর্দা করবে তার চেয়ে অধিক পর্দা সালাতের মধ্যে করতে হবে।

এ কারণে মেয়েদেরকে সালাত আদায় কালে ওড়না ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তাদের চেহারা, দু'হাত এবং পদ যুগল গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এগুলোকে

জিজ্ঞাসা করেন: আমি কি তোমাকে দু'টি কাপড় দেইনি? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। তারপর তিনি আমাকে আরো বলেন যে, আমি যদি তোমাকে শহরের কোন মানুষের নিকট পাঠাই তুমি কি এভাবেই চলে যাবে? আমি বললাম: না। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ মানুষদের চেয়ে অধিক হকদার যে, তাঁর উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য ব্যবহার করা হবে। তারপর তিনি বলেন যে, 'উমার (রা.) এর বরাতে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, "যার দু'টি কাপড় আছে সে তা পরিধান করে সালাত আদায় করবে আর যার একটি মাত্র কাপড় আছে সে সেটিকে লুঙ্গি হিসেবে পড়বে। ইয়াহুদীদের মতো একটি কাপড়কে শরীরে জড়িয়ে নেবে না"। (আস সুনানুল কুবরা, ২/২৩৬) কিছু শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৩৭৬, নং ৭৬৬ বর্ণিত আছে)]। [অনুবাদক]

৩১. সাহীহ মুসলিম ৯১, কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরীমিল কিবরি ওয়া বায়ানুহু, সুনানুত তিরমিযী, ১৯৯৯, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফিল কিবরি। ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত।

৩২. সুনানু আবী দাউদ ৪৫৫, কিতাবুস সালাহ, সুনানুত তিরমিযী ৫৯৪, কিতাবুল জুমু'আহ। 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন: সাহীহ আবি দাউদ, নং ৪৭৯।

অন্য নারীদের এবং মাহ্‌রামদের সম্মুখে খোলা রাখার ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জানা গেল যে, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঐ জাতীয় সতরের সীমার মধ্যে পরিগণিত নয় যেগুলোকে পুরুষ পুরুষ থেকে এবং নারী নারী থেকে গোপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা এগুলোকে খোলা রাখা নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতার পরিচায়ক। বরং উল্লেখিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো চরম অশ্লীলতার প্রারম্ভিক সূচনা। সুতরাং এগুলো প্রকাশ করার নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো চরম অশ্লীলতার প্রারম্ভিক সূচনার নিষিদ্ধ করণ। কেননা মহান আল্লাহর বাণী হলো,

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}

"আপনি মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। এটা তাদের জন্যে অধিক পবিত্রতার বিষয়"[৩৩]। তাছাড়াও হিজাবের আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} "এ পদ্ধতি তোমাদের ও নারীদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যে অধিক উপযোগী"[৩৪]। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, শুধুমাত্র খারাপের দরজা বন্ধ করার লক্ষ্যেই চেহারা ও হাতকে প্রকাশ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা সালাত অবস্থায় হোক বা সালাতের বাইরেই হোক, এ কারণে নয় যে, এ অঙ্গগুলোও পৃথকভাবে সতরের সীমার অন্তর্ভুক্ত। এ চিন্তা করাও সুদূর পরাহত যে, নারীদেরকে সালাত অবস্থায় দু-হাত ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হবে এ যুক্তিতে যে, চেহারার মতো দু-হাতও সাজদাহ্‌ করে[৩৫]। নাবী

---

৩৩. সূরা আন নূরঃ ৩০।

৩৪. সূরা আল আহ্‌যাবঃ ৫৩

৩৫. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا ." "চেহারার মতো দু- হাতও সাজদাহ্‌ করে। তাই যখন কোন ব্যক্তি সাজদাহ্‌ করার জন্যে নিজের চেহারাকে মাটিতে রাখে সে যেন তার দু -হাতও মাটিতে রাখে। আবার যখন সাজদাহ থেকে চেহারা উঠায় তখন যেন দু- হাতও উঠায়"। 'আল্লামাহ আলবানী রহ. এ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েরা কামিজ পরিধান করতো এবং কামিজ পড়েই তারা যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতো। তারা যখন খামির বানাতো, যাঁতাতে গুঁড়ো করার কাজ করতো এবং রুটি বানাতো তখন তারা নিজেদের দু-হাত প্রকাশ করতো। সালাতে যদি দু-হাত, একইভাবে দু- পা ঢেকে রাখা অপরিহার্য হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন। তিনি শুধু কামিজ সহ ওড়না ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মেয়েরা কামিজ পরিধান করে ও ওড়না গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করতো।

প্রসঙ্গত মেয়েরা পায়ের দিকে কতটুকুন পরিমাণ কাপড় ঝুলিয়ে দেবে সে সম্পর্কে জনৈক মহিলা সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি উত্তরে বলেছেন: "এক বিঘত" পরিমাণ। মহিলা সাহাবী বললেন: তাহলে তো (চলার সময়) পায়ের নলা বের হয়ে পড়বে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন: "এক হাত পরিমাণ, এর চেয়ে অতিরিক্ত করবে না"[৩৬]। অর্থাৎ এক হাত পরিমাণ কাপড় পায়ের উপর ঝুলিয়ে দেবে। মেয়েদের পায়ের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া আরবদের প্রাচীন রেওয়াজ ছিল। যার প্রমাণ প্রখ্যাত কবি লাবীদ ইবনু রাবী'আহর কবিতায় রয়েছে:

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا   وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ

হাদীসকে সাহীহ বলেছেন। (সুনানু আবী দাউদ ৮৯২, কিতাবুস সালাহ, বাবু আ'যাউস সুজুদ, সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ ৬৩০, কিতাবুস সালাহ)।

৩৬. সুনানু আবী দাউদ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে যে, উম্মু সালমাহ (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট লুঙ্গি পাজামা ইত্যাদির পায়ের গীরার নীচ পর্যন্ত পরিধান করা এবং তা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় শুনলেন তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে মেয়েদেরকে কিভাবে কাপড় পরিধান করতে হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "এক বিঘত পরিমান ঝুলিয়ে পড়বে"। তখন উম্মু সাল্‌মাহ (রা.) বললেনঃ তাহলে তো চলার সময় পা প্রকাশ হয়ে যাবে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে নিবে এর চেয়ে বেশী নয়"। 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) এ হাদীসকে সাহীহ বলেছেন। (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল লিবাস, সুনানুন্ নাসাঈ, কিতাবুয্ যীনাহ।

অর্থাৎ আমরা পুরুষদের জন্য লড়াই করা বাধ্যতামূলক। আর মেয়েদের জন্যে আঁচলকে মাটির সঙ্গে ছিঁচড়ে নেয়া বাধ্যতামূলক[৩৭]।

বলা বাহুল্য যে, পায়ের উপর অধিক পরিমাণ কাপড় ঝুলিয়ে দেবার বিষয়টি ঐ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যখন মেয়েরা নিজ গৃহের বাইরে বের হবে। এ কারণে ঐ মেয়েলোকটি (যে তার কাপড়কে নোংরা স্থানেও মাটি স্পর্শ করে নেয়) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" "এই স্থানের পরের স্থান কাপড়কে পবিত্র করে দেবে"[৩৮]। বাস্তবে মেয়েরা নিজেদের ঘরে অবস্থানকালীন সময়ে এমনভাবে আঁচল ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করতো না। একইভাবে সে সময় মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় পা ঢাকার জন্যে মোজা ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু তারা ঘরে থাকতে এ মোজা পরিধান করতো না। এ কারণে মহিলা সাহাবীগণ বলেছিলেন যে, এক বিঘত পরিমাণ কাপড় ঝুলিয়ে দিলে তো পা সহ পায়ের নলা খোলা থাকবে। এ প্রশ্নের মাধ্যমে তারা তাদের পা ঢেকে রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। কেননা পায়ের গীরার উপর কাপড় পরিধান করলে পথ চলার সময় পা বিবস্ত্র হয়ে পড়বে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মেয়েদের বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাহির হতে নাই। তাই তাদেরকে ঘরে রাখার উপায় হিসাবে হাদীসও বর্ণিত আছে যে, "أَعْرُوا النِّسَاءَ يَلْزَمْنَ الْحِجَالَ" "তোমরা মেয়েদেরকে সৌন্দর্যময় পোশাকাদি থেকে বঞ্চিত করো তাহলে তারা নিজ ঘরে বসে থাকবে"[৩৯]।

---

৩৭. লাবীদের কবিতা গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৯৮।

৩৮. জনৈক মহিলা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার নিচের আঁচল তো অনেক দীর্ঘ থাকে এবং কখনো কখনো নোংরা স্থান অতিক্রম করতে হয় সে সময় আমি কি করবো? তখন উম্মু সালামাহ (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তার পরের (পবিত্র) স্থান তাকে (আঁচলকে) পবিত্র করে দেবে"। 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) এ হাদীসকে 'উত্তম' বলেছেন। (সাহীহ আবী দাউদ, ৪০৭- ৪০৮, কিতাবুত তাহারাত, সুনানুত তিরমিযী, বাবুল ওয়াযু মিনাল মাওতিই'।

৩৯. এ হাদীসটি মাসলামাহ ইবনু মুখাল্লাদ থেকে মু'জামুত তাবারানীল কাবীরে বর্ণিত আছে। এর সানাদে মাজমা' ইবনু কা'আব নামক বর্ণনাকারী একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) এ হাদীসকে দূর্বল বলেছেন।

অপর আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সে যুগের মুসলিম নারীগণ নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করতো। অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُـــنَّ" “তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে নিষেধ করোনা। আর তাদের ঘরই তাদের জন্যে উত্তম”[৪০]। বস্তুত তাদেরকে ঘরে সালাত আদায়ের সময় কামিজ সহ ওড়না পরিধান করারই কেবল নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের পা ঢাকার জন্যে জুতা-মোজা পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। একইভাবে তাদের হাত ঢাকার জন্যে হাত মোজা বা অন্য কিছু ব্যবহার করার নির্দেশও দেয়া হয়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীরা যখন গায়রে মাহরাম পুরুষদের থেকে পৃথক অবস্থায় সালাত আদায় করবে তখন তাদের উল্লেখিত অঙ্গ - প্রত্যঙ্গগুলো ঢাকা অপরিহার্য নয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, “ফেরেস্তাগণ গুপ্ত সৌন্দর্যের দিকে তাকায়না। অর্থাৎ মেয়েলোক যখন তার ওড়না এবং কামিজ খুলে ফেলে তখন ফেরেস্তারা তার দিকে তাকায়না”। এ সম্পর্কে উম্মুল মু’মিনীন খাদীজাহ (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে[৪১]। মোট কথা সালাতের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুন অর্থাৎ কামিজ এবং ওড়না পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যদি একটি প্রসস্থ কাপড়ে সালাত আদায় করার সুযোগ পায়, তাহলে তা যেন শরীরের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে নেয়, যাতে নিজের সতরের সীমা এবং দু– কাঁধ ঢেকে যায়। বস্তুত পুরুষদের ক্ষেত্রে কাঁধ ঢাকার গুরুত্ব মেয়েদের ক্ষেত্রে মাথা ঢাকার মতোই। কেননা সে একটি জামা অথবা জামা জাতীয় পোশাক পরে

---

৪০. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল জুমু'আহ ৯০০, সাহীহ মুসলিম, কিতাবুত সালাহ, ৪৪২, বাবু খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদি। তবে “মেয়েদের জন্যে তাদের ঘর উত্তম” অংশটি এ দুটি গ্রন্থে নেই। এ অংশটি আবু দাউদ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় আছে। সাহীহ আবী দাউদ, নং ৫৭৫-৫৭৬।

৪১. এটি সাহীহ হাদীস নয়। লেখক ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. নিজেই “বর্ণিত আছে” উল্লেখ করে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সালাত আদায় করতে পারে। অথচ ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের শরীরের মাপ অনুযায়ী কোন কাপড় যেমন জামা ও জুব্বা পরিধান করা জায়িয নেই। একইভাবে মেয়েদের ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরিধান করা এবং হাত মোজা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অপরদিকে পুরুষদের ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখা বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, ইহরাম অবস্থায় মেয়েদের মুখ খুলে রাখার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহ.) সহ অন্যান্য 'আলিমগণের দুটি উক্তি রয়েছে:

১. ইহরাম অবস্থায় মেয়েদের মুখ মন্ডল পুরুষদের মাথা খোলা রাখার মতোই খুলে রাখবে, ঢাকবে না।
২. মেয়েদের মুখমন্ডল পুরুষদের দু- হাতের মতো। সুতরাং চেহারাকে নেকাব, বোরকা এবং মুখের মাপ অনুযায়ী তৈরী করা কোন কাপড় দিয়ে ঢাকবে না। অন্য কোন উপায়ে চেহারা ঢেকে রাখবে। এ মতটিই সঠিক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়া সাল্লাম তো শুধু হাত মোজা এবং নেকাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বস্তুতঃ (রাসূলের সময়ের) মুসলিম মেয়েরা পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের চেহারাকে কোন মুখবন্ধনী ছাড়াই ঘোমটা দিয়ে আড়াল করে রাখতেন[৪২]।

এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের মুখমন্ডল তাদের নিজেদের হাত এবং পুরুষদের হাতের মতোই। কেননা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, মেয়েদের সমস্ত শরীরই ঢাকার বিষয়। এ কারণে ইহরাম অবস্থায়ও তাদের

---

৪২. লেখক এখানে 'আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেনঃ
"كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذُوا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا"
"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকা কালীন যখন কাফেলার লোকজন আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো এবং আমাদের সমান্তরালে আসতো তখন আমাদের মেয়েরা তাদের জিলবাব (প্রসস্থ কাপড়) মাথার দিক দিয়ে চেহারার উপর ফেলে দিতো"। 'আল্লামাহ আলবানী রহ. বলেনঃ এটা সাহীহ হাদীস। দেখুনঃ সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, সুনানু ইবনি মাজাহ।

মুখমন্ডল এবং দু–হাত ঢাকতে হবে[৪৩]। তবে তা এমন কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে যা মানুষের অঙ্গ– প্রত্যঙ্গের মাপ অনুযায়ী তৈরী করা নয়। ঠিক ঐ রকম যেমন পুরুষগণ ইহরাম অবস্থায় পাজামা কিংবা সালাওয়ার তো পরিধান করবে না, তবে সেলাই বিহীন লুঙ্গি তো অবশ্যই পরিধান করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই একমাত্র সর্বজ্ঞ।

সূরা আন নূরের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে গৃহীত অর্থসমূহ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেনঃ মেয়েদেরকে এমন অনেক কিছু থেকে বাঁচানো এবং সুরক্ষা করা প্রয়োজন, যা থেকে পুরুষদেরকে রক্ষা করা জরুরী নয়। এ কারণে, কেবল মাত্র মেয়েদেরকে হিজাব করা (সমস্ত শরীর আবৃত করা), সৌন্দর্য প্রকাশ না করা এবং খোলামেলা চলা ফেরা পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই তাদের জন্যে পূর্ণ পোশাক পরিধান এবং ঘরে অবস্থান করে নিজেদেরকে আড়াল করাকে অপরিহার্য করা হয়েছে। অথচ এ কর্মগুলো পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য নয়। কেননা মেয়েদের খোলামেলা ভাবে অবাধে বিচরন করা

---

৪৩. 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) বলেনঃ 'আয়িশা (রা.) এর হাদীসের আলোকে ইহরাম অবস্থায়ও নারীকে যখন তার মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ ঢাকতে হয়, এ বিষয়টি খাছমা'ইয়্যার হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ইহরাম অবস্থায় নারীগণের মুখ খোলা রাখার মতকে খন্ডন করে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মিনাতে খাছমা'ইয়াহ নামক একজন মেয়ের দিকে ফাযল ইবনুল আব্বাস (রা.) বারবার তাকিয়ে ছিলেন। এ মতের প্রবক্তাগণ যুক্তি হিসেবে পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েটিকে মুখ ঢাকতে এ কারণে আদেশ করেননি যে, সে ইহরাম অবস্থায় ছিল। ইহরাম অবস্থাতেও মেয়েদেরকে মুখ ঢাকতে হবে এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বক্ষমান আলোচনায় যা উল্লেখ করেছেন তাই তাদের যুক্তিকে খন্ডন করতে যথেষ্ট।

তবে 'আল্লামাহ আলবানী রহ. বলেন যে, খাছমা'ইয়্যার হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুখ সতর নয়, যা ঢাকা জরুরী। তাই যদি হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েটিকে মুখ ঢাকার নির্দেশ দিতেন। এ হাদীস থেকে এমনটি বুঝার সুযোগ থাকলেও সকল বিবেচনায় মুখ ঢাকাই উত্তম। বিতর্ক হচ্ছে মুখ ঢাকার অপরিহার্যতা নিয়ে।

ফিৎনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। অপরদিকে পুরুষগণকে তাদের পরিচালক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলুনঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। এটাই তাদের জন্যে অধিকতর পবিত্র ব্যবস্থা। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্ববিধ অবহিত। আপনি মু'মিন নারীদেরকে বলুনঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের সংরক্ষন করে। তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। তবে যা প্রকাশিত হয় তা ব্যতিত। তারা যেন অবশ্যই তাদের মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর) দ্বারা তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত্ত করে। তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। তবে, তাদের স্বামী, তাদের পিতা, স্বামীর পিতা, তাদের ছেলে সন্তান, তাদের স্বামীর ছেলে সন্তান, তাদের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনের পুত্র, তাদের নারীগণ, তাদের দাসগণ, তাদের ঐ সব পুরুষ যাদের যৌন কামনা নেই, অথবা ঐ সব শিশু যারা মেয়েদের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতন নয়, তারা ছাড়া। তাদের গোপন সৌন্দর্যের

জানান দেয়ার নিমিত্তে তারা যেন সজোরে পদচারণা না করে।

হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর।

আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (আন নূরঃ ৩০ - ৩১)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াতগুলোতে পুরুষ ও নারীদেরকে দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থানের হিফাযাতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একইভাবে তাদের সকলকে তাওবা করার আদেশও দিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে মেয়েদেরকে তাদের সৌন্দর্যকে ঢাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে তাদেরকে তাদের স্বামী এবং এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব পুরুষকে ব্যতিক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তারা ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তবে সৌন্দর্যের যা কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেমন বাহ্যিক পোশাক, তা প্রকাশ করার মধ্যে কোন দোষ নেই, যদি তাতে অন্য কোন অসুবিধা না হয়। কেননা বাহ্যিক পোশাক প্রকাশ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) সহ অন্যান্য 'আলিমগণ এ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদেরও এটা প্রসিদ্ধ মত। অন্যদিকে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেনঃ মুখমন্ডল এবং দু' হাত প্রকাশ্য সৌন্দর্যের অন্তর্ভূক্ত। এটি ইমাম আহমাদের দ্বিতীয় মত। ইমাম শাফি'ঈ ও অন্যান্য কতিপয় 'আলিমগণও এ মত পোষণ করেন।

তাছাড়াও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মেয়েদেরকে প্রসস্ত চাদর দ্বারা শরীর আবৃত করতে নির্দেশ দিয়েছেন; যাতে করে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করার সুযোগ না হয়। আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশটি উপরের দু'টি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতের পক্ষের প্রমাণ। 'উবাইদাতুস সালমানী এবং অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে, মু'মিন নারীগণ প্রসস্ত কাপড় দ্বারা মাথার উপর থেকে সমস্ত শরীর ঢেকে নিতো। যাতে করে তাদের রাস্তা দেখার জন্যে শুধু চোখ খোলা ছাড়া আর কোন অংশ প্রকাশ হয়ে না পড়ে। সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ইহরামকারিনী

মেয়েদেরকে নেকাব এবং হাত মোজা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থা ছাড়া নেকাব এবং হাত মোজা পরিধানের প্রচলন তখন ছিল। এ প্রচলিত রীতির দাবী হলো মেয়েরা তাদের চেহারা এবং হাতকে ঢেকে রাখবে[৪৪]।

মহান আল্লাহ গোপন সৌন্দর্যের তথ্য শোনা বা অন্য কোন উপায়ে আবশ্যকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} "তাদের গোপন সৌন্দর্যের জানান দেয়ার নিমিত্তে তারা যেন সজোরে পদচারণা না করে"। (আন নূরঃ ৩১) তিনি আরো বলেনঃ{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "তারা যেন অবশ্যই তাদের মাথার ওড়না বা চাদর দ্বারা তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত্ত করে"। এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন মু'মিন নারীগণ তাদের ওড়না বা চাদর ছিঁড়ে দু- ভাগ করে এক অংশকে তাদের গ্রীবাদেশে ঝুলিয়ে দেয়। অতঃপর তাদের প্রসস্ত কাপড় দ্বারা পুরো শরীরের ঢেকে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে এ নির্দেশ দেয়া হতো। বাড়িতে অবস্থানকালে তাদেরকে সমস্ত শরীর আবৃত্ত করার নির্দেশ দেয়া হতো না।

সাহীহুল বুখারী এবং সাহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফিয়্যাহ রা. এর নিকট প্রবেশ করেন অর্থাৎ তার সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন তখন সাহাবীগণ বলেন যে, তিনি যদি তাকে পর্দা (হিজাব) করান তাহলে তিনি মু'মিনগণের মায়েদের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিতা স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবেন। আর যদি হিজাব না করান তাহলে তিনি দাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হিজাব করান।

---

৪৪. আলবানী (রহ.) ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন যে, উক্ত আয়াত চেহারা এবং হাত ঢাকাকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না।

প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের উপর হিজাব তো এ জন্যে ফারয করা হয়েছে; যাতে করে তাদের মুখমন্ডল ও হাত দেখা না যায়। অধিকন্তু হিজাব স্বাধীন নারীদের জন্যে ফারয। বাঁদী–দাসীদের জন্যে ফারয নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশিদূনের যুগে এটাই প্রচলন ছিল যে, স্বাধীন নারীগণ হিজাব করতো আর দাসীগণ চেহারা খোলা রাখতো। এ প্রেক্ষিতেই 'উমার রা. যখন কোন দাসীকে মুখাবৃত্ত অবস্থায় দেখতেন তখন তাকে মারতেন এবং বলতেন: "أَتَتَشَبَّهِيْنَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لَكَاعُ" "হে নির্বোধ! তুমি স্বাধীন মেয়েদের বেশ-ভূষা ধারণ করেছো?"[৪৫]। তাই দাসীদের জন্য তাদের মাথা, মুখমন্ডল ও হাত খোলা রাখার সুযোগ রয়েছে।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর বাণী:

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}

"বৃদ্ধা নারীগণ যাদের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, তারা সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করার শর্তে যদি তাদের বহির্বাস কাপড় খুলে রাখে তাতে কোন দোষ নাই। তবে তারা যদি এটা হতে বিরত থাকে তা তাদের জন্যে কল্যানকর"। (আন নূরঃ ৬০)

বিয়ের প্রতি আগ্রহ নেই এমন বৃদ্ধা নারীর জন্যে তার বহির্বাস কাপড় খোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই তাকে জিলবাব দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত্ত করতে হবে না এবং হিজাবও করতে হবে না। এ ধরনের বৃদ্ধা মহিলাদের বেলায় যে খারাপের ভয় অন্য নারীদের ক্ষেত্রে রয়েছে, সে ধরনের ভয় না থাকার কারণে তাদেরকে স্বাধীন মেয়েদের থেকে ব্যতিক্রম বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন যে সব পুরুষের যৌন কামনা রহিত হয়ে গেছে তাদের ফিতনা সৃষ্টির শক্তিশালি উপকরণ যৌন কামনা না থাকার কারণে তাদের

---

৪৫. হাদীসটি 'উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে। মুসান্নাফু 'আব্দির রাজ্জাক, ৩/১৩৬ এবং নাসবুর রায়াহ ১/৩০০ এ ধরনের একটি বর্ণনা আছে।

সম্মুখে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা নেই। অতএব বাঁদী ও দাসী মহিলার ক্ষেত্রে যদি ফিৎনার আশংকা থাকে তাহলে তাকেও জিলবাব ব্যবহার করতে হবে, হিজাব করতে হবে এবং তাকেও দৃষ্টি সংযম করতে হবে এবং তার থেকেও দৃষ্টি সংযম করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে কোথাও এমন কথা নাই যে, সাধারণভাবে দাসীদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ। আবার এ কথাও নেই যে, তাদেরকে হিজাব করতে হবে না এবং তারা যত্রতত্র তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। তবে এটাও ঠিক যে, আলকুরআনুল কারীম দাসীদেরকে এ রকম নির্দেশ দেয়নি যে নির্দেশ স্বাধীন নারীদের ক্ষেত্রে দিয়েছে। সুন্নাতে নাবাবী কার্যত তাদের মাঝে এবং স্বাধীন নারীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছে। তাদের মধ্যে এবং মুক্ত নারীদের মধ্যে কোন সাধারণ শব্দ ব্যবহার করে পার্থক্য করেননি। বরং মু'মিনদের সমাজে প্রচলন ছিল যে, স্বাধীন নারীগণ পর পুরুষদের সামনে হিজাব করতো আর দাসী হিজাব করতো না। অপরদিকে আলকুরআনুল কারীম যৌন চাহিদালুপ্ত প্রৌঢ় স্বাধীন নারীদেরকে পৃথক করেছে। তাদের জন্যে হিজাব বাধ্যতামূলক করেনি। একইভাবে যৌন চাহিদালুপ্ত পুরুষদেরকেও পৃথক করেছে। তাদের সামনে মেয়েদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। এ পার্থক্য করার কারণ হলো উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর নারী ও পুরুষের যৌন কামনা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। তাই কতিপয় দাসীদেরকে তাদের সাধারণ বিধান থেকে পৃথক করা খুবই যুক্তিযুক্ত। আর তারা হলো ঐ সব দাসী, যাদের হিজাব ত্যাগ করা এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার কারণে যৌনোন্মাদনার আশংকা থাকে। অনুরূপভাবে কতিপয় মাহরাম আত্মীয়দের সামনেও গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়িয হবে না। যেমনঃ স্বামীর যুবক ছেলেরা, যাদের মধ্যে যৌন কামনা এবং মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বাসনা বিদ্যমান রয়েছে।

মোট কথা আলকোরআনুল কারীমের নির্দেশ সাধারণ অবস্থা এবং আদত অভ্যাসকে সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। তবে কোন বিষয় যদি সাধারণ প্রচলিত অভ্যাস থেকে ভিন্নতর হয়, তাহলে তার বিধান সাধারণ অবস্থা থেকে ভিন্নতরই হবে। তাই দাসী বাঁদীদের বেপর্দা চলাফেরা এবং তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া যদি ফিৎনার কারণ হয়, তাহলে তাদেরকেও এভাবে বের হওয়া থেকে বারণ করা অপরিহার্য হবে। অন্যান্য অবস্থাতেও এই হুকুম বলবৎ হবে।

একইভাবে পুরুষদের সাথে পুরুষদের এবং মেয়েদের সাথে মেয়েদের আচরনও অভিন্নই হবে। অর্থাৎ কোন মেয়েলোক যদি অন্য কোন মেয়েলোকের জন্যে ফিৎনার কারণ হয় কিংবা কোন পুরুষ যদি অন্য পুরুষের জন্যে ফিৎনার কারণ হয়, তাহলে তার থেকেও দৃষ্টিকে সংযত রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। যেমন লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। তাই দাসী, বাঁদী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে যদি এমন সুন্দর হয় যার দিকে তাকালে ফিৎনার আশংকা হয়, তাহলে বিজ্ঞ 'আলিমগণের মতামত হলো, তাদের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিকে সংযত রাখার নির্দেশ দেয়া হবে।

ইমাম আহমাদ আলমারুযী[৪৬] বলেনঃ আমি আবু 'আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আহমাদ ইবনু হাম্বলকে প্রশ্ন করেছি যে, নিজের দাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার হুকুম কি? উত্তরে তিনি বলেনঃ যদি তার দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে ফিৎনার আশংকা থাকে তাহলে দৃষ্টি দেবে না। কেননা এমন কত দৃষ্টি রয়েছে যা দৃষ্টিদাতার অন্তরে বিপদ ডেকে আনে।

আলমারুযী আরো বলেনঃ আমি আবু 'আব্দিল্লাহকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, জনৈক ব্যক্তি তাওবা করে আর বলে যে, আমার পিঠে যদি চাবুকও মারা হয় আমি কখনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হবো না, তবে আমি দৃষ্টিদান থেকে

---

৪৬. আল মারুযী হলেনঃ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আলমারুযী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের একনিষ্ঠ ছাত্র। তিনি তার নিকটে ফিকহ, হাদীস, যুহদ ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৩৭৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদে মৃত্যু বরণ করেন। (আল আ'লাম ১/৩৫)।

বিরত থাকতে পারবো না। তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বলেনঃ এটা আবার কোন্ ধরণের তাওবা? জারীর (রা.) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেনঃ "اِصْرِفْ بَصَـــرَكَ" "তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও"[৪৭]।

ইবনু আবিদ্দুন্ইয়া বলেনঃ আমাকে আমার পিতা এবং সুওয়াইদ বলেন যে, আমাকে ইবরাহীম ইবনু হারাসাহ 'উসমান ইবনু সালিহ্ তিনি আল হাসান ইবনু যাকওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ তোমরা ধনীদের ছেলে সন্তানদের সাথে বসোনা। কেননা তাদের সৌন্দর্য মেয়েদের সৌন্দর্যের মতো। তারা কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক ফিৎনার কারণ[৪৮]। উপরোক্ত প্রমাণ ও কিয়াসগুলো ক্ষুদ্র অনিষ্টতা থেকে বৃহত্তর অনিষ্টতার ব্যাপারে সাবধান করার পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।

তিনি আরো বলেন যে, একজন মেয়ের সাথে আরেকজন মেয়ের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ কোন মেয়েলোক যদি অন্য মেয়েদের জন্যে ফিৎনার কারণ হয় তাহলে তাকেও পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেয়েদের মাহরাম আত্মীয়; যেমন স্বামীর ছেলে, স্বামীর নাতী, ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনের ছেলে, তার দাস; যে সব মানুষ দাসকে মাহরাম হিসেবে বিবেচনা করে তাদের মতানুসারে এ সব ব্যক্তি যখন পুরুষ অথবা মেয়েদের জন্যে ফিৎনার কারণ হয়, তখন তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হবে। বরং তাদের জন্যে হিজাব করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা যে সব অবস্থায় পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ফিৎনা ফাসাদের আশংকার পর্যায়ভূক্ত রয়েছে। এ কারণে মহান আল্লাহ বলেনঃ {ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُـــمْ}"এটা (পর্দা) তাদের জন্যে অধিকতর পবিত্র ব্যবস্থা"। (আন নূরঃ ৩০) অর্থাৎ অন্য

---

৪৭. সাহীহ মুসলিম, ৪১৫৯, কিতাবুল আদাব, বাবু নাযরিল ফুজাআহ।

৪৮. 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) বলেনঃ এ বর্ণনাটি মাকতু' হওয়া সত্ত্বেও এর সানাদ অত্যন্ত দূর্বল। সানাদে ইবরাহীম ইবনু হারাসাহ নামক ব্যক্তি মুহাদ্দিসদের নিকট পরিত্যক্ত। তাছাড়াও আল হাসান ইবনু যাকওয়ানের নিজের মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে।

পদ্ধতিতেও পবিত্রতা অর্জন ও নিষ্কলুষতার পরিবেশ হতে পারে তবে হিজাবের পদ্ধতি অধিকতর পবিত্রতার উপযোগী। কেননা অবাধ দৃষ্টিদান এবং পর্দাহীনতার কারণে হৃদয়ের যৌন কামনা এবং দৃষ্টির তৃপ্তি অর্জিত হয়। যার কারণে আত্মশুদ্ধি এবং মনের পবিত্রতা শেষ হয়ে যায়। এ কারণে প্রয়োজন দৃষ্টিদান থেকে বিরত রাখতে হবে এবং হিজাব করাকে অপরিহার্য করে দেয়া হবে।

ইমাম মুসলিম ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচটি হাদীসগ্রন্থের প্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরা এবং পুরুষদের বেশভূষা গ্রহণকারী মেয়েদের প্রতি লা'নত করেছেন। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

"أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا".

"তাদেরকে (হিজরাদেরকে) নিজেদের ঘর থেকে বের করে দাও। অমুক অমুক (হিজরা) কে বাইরে বের করে দাও"[৪৯]। কতিপয় বিশেষজ্ঞ 'আলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বীম, হীত এবং মানি' নামক তিনজন হিজরা ছিল। তাদের মধ্যে বড় ধরনের কোন অশ্লিলতা দেখা যায়নি। তবে তাদের নম্র ও মিষ্টি কথা, মেয়েদের মতো হাত ও পায়ে মেহেদী লাগানো এবং নারী সুলভ আচরনের মধ্যে সুস্পষ্ট হিজরাপনা ছিল।

সুনানু আবী দাউদে আবু ইয়াসার আল কুরাশী আবু হাশিম থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে হাতে ও পায়ে মেহদী লাগানো জনৈক হিজরাকে আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তার কি হয়েছে?" বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! সে মেয়েদের

---

৪৯. সাহীহুল বুখারী, ৫৮৮৬, কিতাবুল লিবাস, সুনানু আবী দাউদ, ৪৯৩০, কিতাবুল আদব, সুনানুত তিরমিযী, ২৭৮৫, সুনানুন নাসাঈ, ৯২৫১, সুনানু ইবনু মাজাহ, ১৯০৪।

মতো সাজগোজ করতে পছন্দ করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নির্বাসনের নির্দেশ দিলে 'নুকা'ই'[৫০] নামক স্থানে নির্বাসিত করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে কি হত্যা করবো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "إِنِّيْ نُهِيْتُ عَـــنْ قَتْلِ الْمُصَـــلِّيْنَ" "আমাকে সালাত আদায়কারীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে"[৫১]।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হিজরাদেরকে ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যে সব হিজরা নিজেদেরকে অন্য পুরুষের কামনা পূরণ করা, উপভোগ করা এবং তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের সুযোগ করে দেবে তাদেরকে জন বসতি থেকে বের করে দেয়া এবং নির্বাসন দেয়া অধিকতর প্রয়োজন। বস্তুতঃ হিজরা ব্যক্তির পক্ষে একাধারে পুরুষকে এবং নারী উভয়কে নষ্ট করা সম্ভব। কেননা সে মেয়েদের মতো থাকে বলে মেয়েরা তার সাথে মেলামেশা করে এবং পুরুষের বিষয়াদিগুলো তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এ ভাবে সে তাদেরকে নষ্ট করে। তাছাড়াও পুরুষগণ যখন তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন তারা মেয়েদের প্রতি অনিহা প্রকাশ করে মেয়েদেরকে এড়িয়ে চলে। একইভাবে একজন নারী যখন কোন পুরুষকে হিজরা অবস্থায় দেখে তখন সেও পুরুষের মতো হওয়ার জন্যে পুরুষদের বেশ-ভূষা ধারণ করে। অতঃপর সে নারী হয়েও পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবে মেলামেশা করে। এ নারী তখন মেয়েদের সাথে এবং হিজরা পুরুষদের সাথে সহবাস করাকে বেছে নেবে। এ ভাবে সমকামিতা ও হমো সেক্স চর্চার প্রসার লাভের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

---

৫০. 'নুকা'ই' হিজাজের বড় বড় উপত্যকাগুলোর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ উপত্যকা। মাদীনা মুনাওয়ারার দক্ষিনে অবস্থিত। এ স্থান থেকে মাদীনার নিকটতম সীমা ৪০ কিঃমিঃ দূরে এবং সবচেয়ে দূরবর্তী সীমা ১২০ কিঃমিঃ দূবে অবস্থিত।

৫১. সুনানু আবী দাউদ, ৪৯২৮, কিতাবুল আদাব। আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন।

মহান আল্লাহ্ আলকুরআনুল কারীমে দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। দৃষ্টি সংযত করা আবার দু প্রকারঃ এক. লজ্জাস্থান থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা। দুই. যৌন কামনার স্থান সমূহ থেকে দৃষ্টিকে হিফাযাত করা।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলোঃ কোন পুরুষ ব্যক্তির অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি না দেয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ".

"কোন পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। একইভাবে কোন নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না"[৫২]।

অধিকন্তু প্রত্যেক মানুষের জন্যে তার সতর ঢেকে রাখা অপরিহার্য (ফারয)। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আবিয়াহ ইবনু হাইদাহকে (রা.) নির্দেশ দিয়ে বলেন:

"اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ".

'নিজের স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্যদের থেকে তোমার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ কর'। তিনি বলেন, আমি বললাম: আমারা যদি আমাদের সঙ্গী– সাথীদের সাথে একত্রে থাকি তখনও কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تُرِيْهَا أَحَدًا فَلاَ يَرَيَنَّهَ 'যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় যে, কেউ যেন তোমার লজ্জাস্থান দেখতে না পায়, তাহলে কাউকে তা দেখার সুযোগ দেবে না'। তারপর আমি আবার প্রশ্ন করি যে, আমাদের কেউ যদি একাকী অবস্থান করে তাহলে তার হুকুম কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ" "সকল মানুষের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলাকে লজ্জা করা অধিক জরুরী"[৫৩]।

---

৫২. সাহীহ মুসলিম ও মুসনাদু আহমাদ। ইতোপূর্বে এ হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে।

৫৩. এ হাদীসটিও ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এটি একটি উত্তম হাদীস।

প্রয়োজনে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা জায়িয। যেমন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় সতর খোলা বৈধ। একইভাবে গোসলখানা বা বাথরুমে একাকী গোসল করার সময় বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা বৈধ। এ বৈধতার প্রমাণ হিসেবে মুসা[৫৪] এবং আয়ূব[৫৫] 'আলাইহিমাস সালামের উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়। এমনকি মাক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিবস্ত্র হয়ে গোসল করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে[৫৬]। তাছাড়াও মাইমুনা (রা.) এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করার কথা উল্লেখ রয়েছে[৫৭]।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টি হলোঃ গায়রে মাহরাম নারীর গোপন সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি না দেয়া। এটি প্রথমটির চেয়ে আরো মারাত্মক। এমনকি মদ, মৃত বস্তু, রক্ত এবং শুকরের গোস্তের চেয়ে অধিক মারাত্মক অপরাধ। এ কারণে

---

৫৪. এখানে আবু হুরাইরা (রা.) এর একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে হাদীসে একবার মুসা 'আলাইহিস সালাম পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল শেষ করে পাথরের নিকট আসলে পাথর কাপড় সহ পালাতে থাকে। তিনি পিছে পিছে হে পাথর! আমার কাপড়, আমার কাপড় বলে ডাকতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত পাথরটি লোকালয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে সূরা আহযাবের একটি আয়াতও নাযিল হয়। দেখুনঃ সাহীহুল বুখারী, ২৭৮, কিতাবুল গুসলি এবং ৩৪০৪, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া। সাহীহ মুসলিম, ৩৩১, কিতাবুল হায়যি এবং ২৩৭১ কিতাবুল ফাযায়িল।

৫৫. আবু হুরাইরা রা. এর আরেকটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে হাদীসে নাবী আয়ূব 'আলাইহিস সালাম সুস্থ হওয়ার পর একবার উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। তখন তার সামনে সোনার ফড়িং পড়তে থাকলে তিনি তা কাপড়ের মধ্যে জড়ো করেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আওয়াজ আসে যে, আমি কি তোমাকে এগুলো থেকে মুখাপেক্ষিহীন করিনি? তিনি বলেনঃ অবশ্যই! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে কখনো মুখাপেক্ষিহীন নই। দেখুনঃ সাহীহুল বুখারী, ২৭৯, কিতাবুল গুসলি, এবং ৩৩৯১, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া।

৫৬. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) উম্মু হানী (রা.) বর্ণিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, উম্মু হানী (রা.) এসে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসল করছেন আর ফাতিমা (রা.) একটি কাপড় দিয়ে তাকে আড়াল করে আছেন। দেখুন সাহীহুল বুখারী, ৩৫৭, কিতাবুস সালাহ, পরিচ্ছেদ নং ৪ এবং সাহীহ মুসলিম ৩৩৬, কিতাবুল হায়যি।

৫৭. ইবনু তাইমিয়া (রহ.) মাইমুনা (রা.) এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, মাইমুনা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে গোসলের পানি রাখা হলো। তিনি গোসল শুরু করলে আমি একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে দিলাম। তিনি তাঁর হাত পা এবং লজ্জাস্থান ধৌত করলেন...। দেখনুঃ সাহীহুল বুখারী ২৭৬, কিতাবুল গুসলি, বাব নং ১৮ এবং সাহীহ মুসলিম ৩৭৭, কিতাবুল হায়যি।

মদ্যপ ব্যক্তির জন্যে 'হাদ্দ' (ফৌজদারী দন্ড) রয়েছে। অপরদিকে কেউ যদি এসব হারাম বস্তুকে (মৃত বস্তু, রক্ত এবং শুকরের গোস্ত) হালাল মনে করে খায় তাহলে তার জন্যে শুধু তা'যীরের ব্যবস্থা আছে[৫৮]। কোন হাদ্দের দন্ড নেই। কেননা মদের দিকে মনের যতটা টান আছে এসব বস্তুর প্রতি সে পরিমাণ আগ্রহ থাকেনা। পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়া অনেকটা উপরোক্ত বিষয়ের মতোই মন ততটা চায় না, যতটা নারী বা তাদের সমতুল্যদের লজ্জ্যাস্থানের দিকে তাকাতে মন চায়।

এ ক্ষেত্রে কিশোর ছেলেদের প্রতি কামনার সাথে তাকানোও একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। সকল বিজ্ঞ 'আলিমের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। তাদের এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, অপরিচিত মেয়েলোকের (গায়রে মাহরাম) দিকে তাকানো এবং কামনার সাথে মাহরাম মেয়েদের দিকে তাকানোও হারাম।

সুন্দর সুশ্রী শিশু এবং কিশোরদের দিকে তাকানো: এ বিষয়ে তিন প্রকারের হুকুম রয়েছে। যেমন:

এক. সুন্দর ও সুশ্রী বাচ্চাদের দিকে কামনার সাথে তাকানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

দুই. সুন্দর শিশু কিশোরদের দেখার মধ্যে যৌন কামনার চিন্তা করার কোনভাবেই সুযোগ নেই। এ কথা নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায়। যেমন কোন আল্লাহভীরু পিতা কর্তৃক নিজের সুন্দর ছেলে, সুন্দরী মেয়ে এবং সুন্দরী মায়ের দিকে তাকানো। কারণ এ ক্ষেত্রে যৌন কামনার কোন প্রশ্নই আসে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে দেখা কোন ভাবেই অবৈধ নয়। তবে কোন পিতা যদি সীমাহীন চরিত্রহীন ও লম্পট হয়, সেটা ভিন্ন কথা। মোট কথা হলো সর্বাবস্থায় যৌন কামনার সাথে তাকানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

---

৫৮. তবে এ হারাম বস্তুগুলোকে আক্বীদাহগত ভাবে কেউ যদি হালাল মনে করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির হবে।

একইভাবে যে সব পুরুষের মন শিশু কিশোরদের প্রতি আসক্ত নয়, তাদের বেলায় ওদের দিকে তাকানোও অবৈধ নয়। যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কিংবা ঐ সব জাতি গোষ্ঠীর লোকেরা যারা সমকামিতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কেননা এ ধরনের পবিত্র মনের মানুষগুলোর জন্যে তাদের স্বীয় পুত্র, প্রতিবেশীর পুত্র এবং অন্য যে কোন শিশু কিশোরের দিকে তাকানোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা সেক্ষেত্রে তাদের পরিচ্ছন্ন মনে যৌন কামনার উদ্রেক হওয়ার কোন কল্পনাই করার সুযোগ নেই। যেহেতু তারা পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

বস্তুতঃ সাহাবীগণের (রা.) যুগে দাসীরা খোলা মাথায় রাস্তা–ঘাটে চলা ফেরা করতো এবং পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পুরুষদের সেবা করতো[৫৯]। তবে বর্তমান যুগে কোন ব্যক্তি যদি তূর্কী সুন্দরী দাসীদেরকে সে কালের দাসীদের মতো রাস্তা–ঘাটে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় এবং তারা ইচ্ছা মতো মানুষের মাঝে চলা – ফেরা করে তাহলে অশ্লীলতার ব্যাপকতা চরম আকার ধারণ করবে। একইভাবে সুন্দর কিশোরদেরও উচিৎ নয় যে, তারা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া এমন স্থান ও অলি–গলিতে একা একা ঘুরা– ফেরা করবে, যেখানে বিপত্তি ঘটার আশংকা থাকে। এ সব কারণে তাদেরকে নগ্ন অথবা অর্ধ নগ্ন অবস্থায় রাখা যেমন ঠিক নয়, একইভাবে তাদেরকে অন্য পুরুষদের সাথে একই বাথরুমে অবস্থান করার সুযোগ দেয়াও বৈধ নয়। তাছাড়াও তাদেরকে বিভিন্ন আসরে নাচা-নাচি এবং এমন অঙ্গভঙ্গি করতে দেয়া উচিৎ নয় যাতে অশ্লীলতা ও যৌন সুরসুরী সৃষ্টির আশংকা থাকে এবং মানুষের সুপ্ত

---

৫৯. 'আল্লামাহ আলবানী (রহ.) বলেন: সম্ভবত লেখক এখানে ইমাম আল বাইহাকীর আস সুনানুল কুবরার একটি (আসার) হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হাদীসটি হলো যে, আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে,

كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْطَرِبُ ثَدْيُهُنَّ

"'উমার (রা.) এর দাসীগণ আমাদের সেবা করতো। এমতাবস্থায় তাদের মাথার চুল খোলা থাকতো এবং তাদের বক্ষযুগল নড়া চড়া করতো"। এই আসারটির সনদ উত্তম। (আসসুনানুল কুবরা ২/২২৭)।

কামনাকে উত্তেজিত করে তুলতে সাহায্য করে। সুতরাং তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ কিংবা অবৈধ হওয়া এ নীতিমালাকে কেন্দ্র করেই নির্ধারিত হবে। উপরোল্লেখিত দু'টি প্রকারের বিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে।

তিন. দৃষ্টি দেয়ার তৃতীয় প্রকারের ব্যাপারে বিজ্ঞ 'আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা কিশোর ছেলের দিকে কামনা মুক্ত দৃষ্টিতে দেখার পরও যদি যৌন কামনার উদ্রেকের আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের (রহ.) দু'টি মত রয়েছে। তার সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলোঃ এমতাবস্থায় সুন্দর কিশোর ছেলের প্রতি তাকানো বৈধ নয়। ইমাম শাফি'ঈ রহ. সহ অন্যান্য বিজ্ঞ 'আলিমদেরও একই মত রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় মত হলো এমন ছেলের দিকে নযর দেয়া বৈধ। এ মতের যুক্তি হলো যে, মূলতঃ একটি ছেলের দিকে তাকানোর সময় যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া নীতিগতভাবে সমর্থিত নয়। সুতরাং যৌন কামনা সৃষ্টি হওয়ার সংশয়কে ভিত্তি করে হারাম বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না। বড় জোর তাকানো অপছন্দনীয় কাজ হতে পারে।

তবে সার্বিক বিবেচনায় অবৈধ হওয়ার মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। যেমনঃ ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহ.) এর মাযহাবে যৌন কামনার পরিপূর্ণ অনুপস্থিতি সত্বেও গায়র মাহরাম মেয়ের দিকে প্রয়োজন ছাড়া তাকানো বৈধ নয়। কেননা এমতাবস্থায় যৌন কামনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকাতো রয়ে গেছে। একই কারণে পর নারীর (গায়র মাহরাম) সাথে নিভৃতে একাকী সাক্ষাত করা হারাম। কেননা এমতাবস্থায় যৌন চর্চায় পতিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সমর্থিত নীতি কথা হলোঃ 'যে কর্ম ফিতনা সৃষ্টির কারণ হয় সে কর্ম হারাম'। এ কারণে বাস্তব প্রয়োজন ছাড়া এমন প্রত্যেক পথ বন্ধ করা অপরিহার্য যা যে কোন উপায়ে ফিতনার কারণ হতে পারে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, যে দৃষ্টি ফিতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং দৃষ্টি দেবার বাস্তব সম্মত কোন প্রয়োজনও নেই, এমতাবস্থায় দৃষ্টি দেয়া হারাম।

হ্যাঁ, যদি কোন বাস্তব প্রয়োজন দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে তাকানো না জায়িয নয়। যেমন বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তির জন্য পাত্রীর দিকে তাকানো এবং ডাক্তারের মহিলা রুগীর দিকে তাকানো ইত্যাদি প্রয়োজনে কুবাসনা ছাড়া তাকানো বৈধ। এ ক্ষেত্রেও অতি সতর্কবাণী হলো: যৌন কামনা উদ্রেককারী স্থানগুলোর দিকে বিনা প্রয়োজনে তাকানো জায়িয নয়। এর অর্থ এটা নয় যে, তাহলে তো চক্ষু বন্ধ করে চলতে হবে। না! চক্ষু তো অবশ্যই খোলা রাখতে হবে এবং চক্ষু দিয়েই দেখার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আবার কোন কোন সময় মানুষ অনিচ্ছা সত্বেও কোন বস্তু হঠাৎ দেখে ফেলে। তাই চক্ষু একদম বন্ধ রাখাও সম্ভব নয়। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে লোকমান (আ.) তার পুত্রকে নিচু আওয়াজে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে মহান আল্লাহর বাণী:

{إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ}

"নিঃসন্দেহে যারা রাসূলুল্লাহর নিকট তাদের আওয়াজকে নিচু করে"। [আল হুজরাতঃ ৩] এ ধরনের নির্দেশিকার ফলে সাহাবীগণ সর্বদাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে নিচু আওয়াজে কথা বলতেন। তারা এ বিষয়ে আদিষ্ট ছিলেন। বস্তুত তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা নিষেধ করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে সর্বদাই আওয়াজ নিচু করা, এটা প্রশংসনীয় বিশেষ নিচু করা বুঝানো হয়েছে। হ্যাঁ! কোন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই নিচু আওয়াজে কথা বলার নির্দেশ ছাড়াই নিচু আওয়াজে কথা বলা সম্ভব।

তবে স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীতে কখনো কোন কোন স্থানে উচ্চ আওয়াজে কথা বলার নির্দেশ রয়েছে। এ নির্দেশ দু- প্রকারঃ একটি অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশ। অপরটি উত্তম পর্যায়ের নির্দেশ। এ কারণে মহান আল্লাহ বলেন: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} "তোমার আওয়াজ নিচু কর"। [লোকমানঃ ১৯]

কেননা আওয়াজ ও দৃষ্টি নত করা অন্তরে কোন কিছুর প্রবেশ করা এবং অন্তর থেকে প্রস্থান করাকে সমন্বয় করে। শোনার মাধ্যমে অন্তরে প্রবেশ করে এবং আওয়াজের মাধ্যমে অন্তর থেকে বের হয়ে পড়ে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীতে এ দুটি অঙ্গকে একত্রিত করে উল্লেখ করেছেন:

{أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ}

"আমি কি তাকে দু'টি চোখ, জিহ্বা এবং দু'টি ঠোঁট দেইনি?"। [আল বালাদঃ ৮- ৯] সুতরাং অন্তর চোখ ও দৃষ্টি দিয়ে বস্তু সমূহকে জানতে পারে। অপরদিকে জিহ্বা ও আওয়াজ অন্তর থেকে কার্যক্রমকে বের করে দেয়। তাই চোখ হলো হৃদয়ের পরিচালক ও খবর সংগ্রহকারী আর জিহ্বা হলো হৃদয়ের ভাষ্যকার।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} "এ পদ্ধতিই তাদের জন্যে উত্তম"। [আন নূরঃ ৩০]

তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ উসূল করুন। এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন"। [আত তাওবাহঃ ১০৩] তিনি আরো বলেন:

{إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}

"হে আহলি বাইত! (নবী পরিবার) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের থেকে পঙ্কিলতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণ পবিত্র করতে চান"। [আল আহযাবঃ ৩৩] তাছাড়াও তিনি অনুমতি প্রার্থনার আয়াতে ইরশাদ করেন:

{وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}

"আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয় তাহলে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্রতা"। [আন নূরঃ ২৮]

তিনি আরো বলেন:

{فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

"তোমরা পর্দার আড়াল থেকে তাদের (রাসূলের পত্নিদের) নিকট থেকে চাইবে। এ পদ্ধতিই তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র"। [আল আহযাবঃ ৫৩]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

{فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ}

"তোমরা (রাসূলের সাথে) চুপে চুপে কথা বলার সময় সাদাকাহ্ পেশ কর। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যানকর এবং অধিক পবিত্রতা"। [আল মুজাদালাহঃ ১২]

তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"اللّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ"

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে পাপরাশি থেকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে দাও"[৬০]। অধিকন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযাহ সালাতের দু'আতেও বলেছেন:

"وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ خَطَايَاهُ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ"

"তাকে (মৃত ব্যক্তি) পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর এবং তাকে তার সকল পাপ থেকে ঐভাবে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়"[৬১]।

এসব আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত "তাহারাত" বলতে বাহ্যত পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। তবে মহান আল্লাহই এর সঠিক মর্ম সম্পর্কে ভাল জানেন। অনুরূপভাবে "যাকাত" শব্দটির মধ্যেও পবিত্রতা অর্থাৎ পাপ মোচন বিদ্যমান। আর সৎকর্ম দিয়ে বৃদ্ধি করার অর্থ

---

৬০. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, হাদীস নং ৬৩৬৮।

৬১. সাহীহ মুসলিম, জানাযার বিধি বিধান অধ্যায়, সালাতুল জানাযাতে মৃত ব্যক্তির জন্যে দু'আ পরিচ্ছেদ, ২য় খঃ ৬৬২ পৃ., হাদীস নং ৯৬৩।

হলো যেমন ক্ষমা, দয়া, শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ, সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা, অকল্যান না হওয়া এবং কল্যান লাভ করা।

অপরদিকে যাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া শারী'আহ্ সমর্থন করে না তাদের প্রতি অকস্মাৎ বা অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ক্ষমারযোগ্য। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো: সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এর প্রমাণে সাহীহ হাদীসগ্রন্থগুলোতে[৬২] জারীর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেনঃ "اِصْرِفْ بَصَرَكَ" "তোমার দৃষ্টিকে ফিরেয়ে নেবে"। তাছাড়াও সুনান গ্রন্থগুলোতে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলীকে (রা.) বলেন:

"يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةَ"

"হে 'আলী! একবার দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেবে না। কেননা প্রথমটি তোমার জন্যে ক্ষমারযোগ্য হলেও দ্বিতীয়টি ক্ষমার যোগ্য নয়"[৬৩]।

তাছাড়াও মুসনাদে আহমাদ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে,

"النَّظْرُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ"

"দৃষ্টি শাইতানের অসংখ্য তীরের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর"[৬৪]।

---

৬২. সাহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদব, অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়া পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৪১৫১, (শব্দের পার্থক্যসহ) সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আদব, অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়া পরিচ্ছেদ ২৭৭৬। উল্লেখ্য যে, লেখকের এখানে 'সিহাহ সিত্তা হাদীস গ্রন্থ' হিসেবে উল্লেখ অনেকটাই শিথিল অর্থে। এ বিষয়টি বিজ্ঞ বিদ্যানদের নিকট অস্পষ্ট নয়। কেননা পূর্বেকার বিজ্ঞ 'আলিমগণ হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থকে এখনকার মতো সিহাহ সিত্তাহ বলতেন না।

৬৩. উত্তম হাদীস। ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে দুটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন মুসানাদে আহমাদ, ৫/৩৫৩, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, চক্ষু বন্ধ করার নির্দেশ বিষয়ক পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২১৪৯, সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়া পরিচ্ছেদ ২৭৭৭।

৬৪. লেখক এ হাদীসটিকে মুসনাদে আহমাদে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার অনুসন্ধানে সে গ্রন্থে হাদীসটি পাওয়া যায়নি। তবে ইমাম আলহাকিম হাদীসটিকে তার 'আল মুস্তাদরাকে' ৪/৩১৪ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও আল মু'জামুল কাবীর ১০/১৭৩ সহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আছে। হাদীসটি য'ঈফ ।

মুসনাদে আহমাদের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে,

"مَنْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا أَوْرَثَ اللهُ قَلْبَهُ حَلَاوَةَ عِبَادَةٍ يَجِدُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

“যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে দৃষ্টিকে সংযত করে নেয় আল্লাহ তার অন্তরে ‘ইবাদাতের সুস্বাদ ঢেলে দেন, যা সে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত পেতে থাকবে”[৬৫]। উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে বলা হয়: যে সব ছবির দিকে তাকানো নিষেধ যেমন নারী ও সুন্দর কিশোর ছেলে ইত্যাদি, সেগুলো থেকেও দৃষ্টি সংযত করলে বড় মাপের তিনটি উপকারিতা রয়েছেঃ

এক. ঈমানের স্বাদ অর্জন করা। প্রকৃত পক্ষেই মু'মিন ব্যক্তির নিকট আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি সে যে বস্তুকে পরিত্যাগ করেছে তার চেয়ে অধিক সুস্বাদু এবং উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

"فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لله عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ"

“যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম বস্তু তাকে দান করেন”[৬৬]।

দুই. দৃষ্টি সংযত করার দ্বিতীয় উপকারিতা হলোঃ অন্তরে জ্যোতি ও দূরদৃষ্টি সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ লূত ‘আলাইহিস সালাম এর জাতি সম্পর্কে বলেন:

{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}

---

৬৫. মুসনাদে আহমাদ ৫/২৬৪, আততাবারানী, আল মু'জামুল কাবীর ৭/২৪৭। ‘আল্লামাহ আলবানী (রহ.) এ হাদীস এবং পূর্বের হাদীস দুটিকে খুবই দূর্বল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন সিলসিলাতুল আহাদীসিয যা'ঈফাহ, হাদীস নং ১০৬৪, ১০৬৫।

৬৬. মুসনাদে ইমাম আহমাদে ৬/৩৬৩ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْه

“যদি তুমি কোন বস্তুকে আল্লাহ আযযা ও জাল্লার উদ্দেশ্যে শুধু পরিত্যাগ কর তাহলে আল্লাহ তার বদলে তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাকে দান করবেন”। আল বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা ৫/৩৩৫। হাদীসটি বিশুদ্ধ।

"তোমার জীবনের শপথ! নিশ্চয় ওরা মাদকতায় বিমূঢ় হয়ে আছে"। [আল হিজরঃ ৭২] বস্তুত: ছবির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে জ্ঞানের বিভ্রাট ঘটে, দৃষ্টি শক্তি লোপ পায় এবং অন্তর মত্ততায় ও উন্মাদনায় নিমজ্জিত হয়। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আন নূরে দৃষ্টি সংযত করা সম্পর্কিত আয়াতগুলোর অব্যবহিত পরেই 'নূর এর আয়াত' উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন: {اللَّهُ نُـــورُ السَّـــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} "আল্লাহ আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর আলো" [আন নূরঃ ৩৫]

উল্লেখ্য যে, শাহ ইবনু শুজা' আল কিরমানী[৬৭] এর দূরদৃষ্টি (ফিরাসাত) কখনো ভুল হতো না। তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে সুন্নাতের অনুসরনে জীবনকে সাজায়, গোপনে সর্বদা মোরাকাবাহ বা পর্যবেক্ষন কার্যকর রাখে, হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে সংযত থাকে এবং যৌন লিপ্সা ও কামনা থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখে। তিনি (আল কিরমানী) ৫ম[৬৮] গুনের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা আমার সঠিকভাবে মনে পড়ছেনা। তবে আমার মনে হয় তিনি বলেছেনঃ এবং হালাল খাবার খায়, তার অন্তরের দূরদৃষ্টি কখনো ভুল করবে না[৬৯]।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তার কৃতকর্মের ধরন অনুযায়ী একই ধরনের প্রতিদান দেন। তার দৃষ্টিতে জ্যোতি দান করেন। তার জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞান, আবিস্কার ইত্যাদির দরজা উন্মুক্ত করে দেন। যার মাধ্যমে ঐ বান্দাহ অন্তরের দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

---

৬৭. তিনি আবু তোরাব আন নাখশীর সঙ্গীদের মধ্যে একজন সূফী ছিলেন। তার উপনাম আবুল ফাওয়ারিস। রাজ বংশের লোক ছিলেন। কিন্তু পার্থিব সকল সুখ সম্পদ ত্যাগ করে তাসাউফের পথে আত্মনিয়োগ করেন। ২৭০ হিঃ এর পরে তার মৃত্যু হয়। (হিলইয়াতুল আওলিয়া ১০/২৩৮, সাফওয়াতুস সাফওয়াহ ৪/৬৭)।

৬৮. লেখক এখানে "ষষ্ট" উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে হবে ৫ম।

৬৯. 'আল্লামাহ আলবানী রহ. বলেন: এ কথাটি লেখকের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নিজের মুখস্থ থেকে লিখে থাকেন। অন্যথায় 'হিলইয়াতুল আওলিয়া'র শব্দগুলো হলোঃ عَوَّدَ نفسَه أكلَ الحَلالِ অর্থাৎ নিজে হালাল খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়।

তিন. দৃষ্টি সংযত করার তৃতীয় উপকারিতা হলো অন্তরে শক্তি, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে যুক্তি প্রমাণের প্রাধান্যতার সাথে সাথে দিব্য দৃষ্টির ক্ষমতাও প্রদান করেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে সে শাইতানকে তার আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ কারণে প্রবৃত্তির অনুসারীদের মধ্যে হীনমন্যতা, দূর্বল চিত্ততা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতা পাওয়া যায়। এ সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবাধ্য বান্দাহগণের জন্যে শাস্তির বিষয় হিসেবে রেখেছেন।

অপরদিকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাহদের জন্যে ইজ্জত সম্মান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্য বান্দাহদের জন্য অসম্মান নির্ধারন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

{يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}

"তারা (মুনাফিকগণ) বলেঃ আমরা মাদীনাতে প্রত্যাবর্তন করলে সম্মানী ব্যক্তিবর্গ অসম্মানী ব্যক্তিদেরকে বহিস্কার করে দেবে। বস্তুত ইজ্জত ও সম্মান কেবল মাত্র আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট"। [আল মুনাফিকূনঃ ৮]

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন:

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

"তোমরা দূর্বল হয়োনা, চিন্তা করোনা তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও"। [আলি 'ইমরান: ১৩৯]

এ জন্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন: লোকেরা রাজা – বাদশাহদের দরবারে সম্মান প্রতিপত্তি অনুসন্ধান করে। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যে প্রকৃত সম্মান পায়।

হাসান বাসরী (রহ.) বলেন: "যদি তেজস্বী ঘোড়া তাদেরকে নিয়ে উড়ে চলে এবং খচ্চর তাদেরকে টক্ টক্ আওয়াজে দ্রুত অগ্রগামীও হয় তবুও এ সওয়ারীগুলোর ঘাড়ে কিন্তু অসম্মানীর মালা পরানোই থাকবে। বস্তুতঃ মহান

আল্লাহর এটা চূড়ান্ত ফায়সালা যে, তিনি তাঁর অবাধ্য বান্দাহগণকে অপমান করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করবে, বান্দাহ যে সব বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করবে সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে বন্ধুত্ব করবেন আর যে তাঁর নাফরমানী করবে, তাঁর অবাধ্যতার পরিমাপ অনুযায়ী আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন। দু'আয়ে কুনূতে আছে যে,

إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

"(হে আল্লাহ!) নিঃসন্দেহে তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো সে অসম্মানিত হয় না আর তুমি যার সাথে দুষমনী করো সে সম্মানীত হয় না"[৭০]।

অপরদিকে পাপাচারী লোকেরা যারা তাদের দৃষ্টি সংযত করে না এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পূর্বোক্তদের বিপরীত বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। যেমনঃ মাতলামী, অন্ধত্ব, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, অবোধ, ঘৃণ্য, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি। এ সব ঘৃণ্য অসৎগুণাবলীর পাশাপাশি তাদেরকে আরো অপবিত্রতা, পাপচারিতা, সীমালঙ্ঘন, অতিরঞ্জন, খারাপ, অশ্লীলতা, বিশৃঙ্খলা এবং অপরাধ ইত্যাদি প্রকারের মন্দ বিশেষণেও চিত্রায়িত করেছেন। তিনি নাবী লূত (আ.) এর জাতি সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}"বরং তোমরা তো অজ্ঞ সম্প্রদায়" [আন নামালঃ ৫৫] তিনি আরো বলেনঃ

{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}

"তোমার জীবনের শপথ! ওরা তো মাতলামীতে বিমূঢ় হয়েছে" [আল হিজরঃ ৭২] তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ

---

৭০. আবু দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, বাবু কুনূতিল বিতর ১/৫৩৬, সুনানুত তিরমিযী, বাবু কুনূতিল বিতর ২/৩২৮। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি উত্তম। 'আল্লামাহ আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন।

{أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ}"তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ কোন ব্যক্তি নেই?" [হূদ: ৭৮] তিনি আরো বলেন: {فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ}
"তখন আমি তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম"[৭১] [আল কামারঃ ৩৭] তিনি আরো বলেন: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ}
"বরং তোমরা তো অতিরঞ্জনকারী জাতি" [আল আ'রাফ: ৮১] মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন:

{فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}

"সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর যে, অপরাধীদের কেমন পরিণতি হয়েছিল" [আল আ'রাফঃ ৮৪]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} "নিশ্চয় তারা দুষ্ট অপকর্মকারী সম্প্রদায় ছিল" [আল আম্বিয়া: ৭৪]।

তিনি আরো বলেন:

{أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ}

"তোমরা তো পুরুষে আসক্ত হচ্ছো, তোমরা তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের অনুষ্ঠানাদিতে ঘৃণ্য কর্ম করে থাকো" [আল 'আনকাবূত: ২৯]। একই সূরাতে এ আয়াতের পরপরই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

{انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ}

"বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন"। [আল'আনকাবূত: ৩০] তাছাড়াও তিনি একই সূরাতে আরো কয়েক আয়াত পরে ইরশাদ করেন: {بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} (আমি এই জনপদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করবো) "কারণ তারা পাপাচার করছিল"। [আল'আনকাবূত: ৩৪] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেনঃ {مُسَوَّمَةً

---

৭১. মূল বইয়ে ভুল বশতঃ সূরা ইয়াসীনের ৬৬ নং আয়াতাংশের উল্লেখ হয়েছে। যে আয়াতের সম্পর্ক নাবী লূত আ. এর সাথে নয়। এ জন্যে এখানের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরা আল কামারের আয়াতাংশকে উল্লেখ করা হলো। [অনুবাদক]

{عِنْـــدَ رَبِّـــكَ لِلْمُسْـــرِفِينَ} "তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত"। [আযযারিয়াতঃ ৩৪]

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোন মানুষের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং গভীরভাবে তার প্রতি আসক্ত হওয়ার চুড়ান্ত পরিণতি কখনো শিরক পর্যন্ত গড়াতে পারে। তার প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালবাসার গভীরতায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। যা হবে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক। (যেমন ভক্ত ও মূরীদগণ তাদের পীর মুরশিদগণের প্রতি এমন ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শন করে যা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার সীমানা ছাড়িয়ে যায়) আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এ কথারই সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি ইরশাদ করেন:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ}

"কিছু মানুষ তো এমন আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর সমকক্ষ বানিয়ে নেয়। তাদেরকে এতটাই ভালবাসে যা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যে হওয়া উচিৎ"। (আলবাকারাহ: ১৬৫) এ কারণে প্রিয় ছবি ও প্রতিকৃতির প্রতি আসক্তি ও ভালবাসা তখনই সৃষ্টি হয় যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা এবং ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা আলকুরআনুল কারীমে এ ধরনের আসক্তির কথা 'আযীযে মিসর এর মুশরিক স্ত্রী এবং আল্লাহর নাবী লূত 'আলাইহিস সালাম এর মুশরিক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

[সমাপ্ত]




বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা